রেজিষ্টার্ড নং ৭৭ Registered No. 77. রেজিষ্টার্ড নং ৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৷, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৪৫, ডাকমাশুল ৸৹, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা
প্রতি খণ্ড ।৶। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৶৹আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।৹ আনা।

১০ম ভাগ } কলিকাতাঃ— ১২ই শ্রাবণ—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইঃ ২৬এ জুলাই১৮৭৭ খৃঃঅব্দ } ২৪ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

অমৃতরস

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

ইহা কেবল কতক গুলি দেশী ও কতক গুলিন পর্ব্বতজাত বনৌষধি সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগনাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতী আশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব-স্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশেষ বিদিত থাকিলে ব্যাধিমন্দির মানব দেহ কে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘ কাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের বশ হইতেও হইত না!।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ! ইহা সেবনে অনেকানেক দুঃসাধ্য কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য রোগও শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি ক্ষয়, যক্ষ্মা, শূল ও বহুবিধ শীরপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ, হৃদকম্প, অম্লপিত্ত অম্ল-শূল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহাপারিজ্বর, উপদংশ, [illegible]বাত, [illegible]ষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র, রক্তবিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃৎ, ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা উৎকৃষ্ট। স্ত্রী লোকদিগের কতক গুলিন বিশেষ রোগ আছে, এ ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিকারক। সূতিকা, প্রদর, মূর্চ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয় দর্শন প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দে বিধেয়। মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে, যে যথানিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃতবৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধপোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার মহৌষধ ইংরাজি ১৮৬৮ সাল হইতে প্রচার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালি কোন প্রকার ঔষধ প্রকাশ করেন নাই। আমার প্রকাশের পরে এই আট বৎসরে যে কতই ইহার নকল হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আসল ও নকল, অনেক বিভিন্ন। পূর্ব্বে পুস্তকাকারে অসংখ্য আরোগ্য সমাচার ছাপান হইয়াছে, এক্ষণ নূতন কয়েক খানি আরোগ্য সমাচার প্রকাশ করা যাইবে।

শিশির মূল্য ৫৷৹ টাকা। ডাক মাশুল আন্দাজ ১৶। ব্যারিং এবং পেড্ একই মাশুল।

ওলাউঠার অত্যাশ্চার্য্য অমোঘ বটিকা।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধের চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক [illegible] ৬ ঘণ্টা মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে সহর অম্বালায় বার শত, এবং এ স্থানে আট শত বার জন লোকের দাতব্য চিকিৎসা করিয়াছি, তন্মধ্যে শতকরা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধের ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মূল্য ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ জন রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

নিম্ন লিখিত আরোগ্য সমাচার ছাপান যাইতেছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মিশির পোখরা, বেনারস।

আরোগ্য সমাচার।

মহাশয় আপনার অমৃতরস আমি ১৫০ টাকার আনাইয়াছি; ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিবিধ দুরূহ রোগে তাহার অদ্ভুত শক্তি দৃষ্টি করিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। শূল, পুরাতন ও নূতন হাঁপানি কাশী, জ্বর, যক্ষ্মা, গ্রহণী, স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা রোগে ইহার সম্যক উপকারিতা দৃষ্টি করা গিয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়
জমিদার ও অনারেরী মাজিষ্ট্রেট দেহুড়দা
জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী জ্বর, প্রদর, অরুচি, শরীর ও মস্তক ফোলা, নাক হইতে শীরা বাহির হওয়া, গা হাত ও পা, কামড়ানি ইত্যাদি নানা বিধ পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ হালদার জ্বর, বমি, অর্শ ও অজীর্ণ রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন, অজীর্ণ এরূপ হইত যে অন্ন আহারের পনের দিন পরে ঐ অন্ন স্ব আকারে নির্গত হইত, আপনার অমৃতরস সেবন করিয়া আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র নন্দি
মোং তেলীপাড়া, জয়নগর পোঃ আঃ।

ইত্যগ্রে মহাশয়ের নিকট হইতে যে অমৃতরস ঔষধ সমভিব্যাহারে আনা হয়, বিগত বৈশাখ মাসের মধ্যে মৎ পত্নি নানা প্রকার উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ হইয়াছিলেন। এমন কি জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না এমত অবস্থায় ঐ ঔষধ সেবনান্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র রায় চৌধুরি জমিদার।
মোং বাহালগ্রাম, রহিমগঞ্জ পোঃ আঃ।

আপনার প্রকাশিত অমৃতরস আনয়ন করিয়া আমার পরিবারকে সেবন করানতে অনেক পরিমাণে রোগের উপসম বোধ হইতেছে। শারিরিক দুর্ব্বলতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিশেষ হইয়াছে, তবে উদরের বেদনা যে একেবারে আরাম হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, এক্ষণ যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় আরও কিছু অধিক কাল ঔষধ সেবন করাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সম্ভব। কারণ পীড়াও নিতান্ত অল্প দিবসের নহে।

শ্রীশশী ভূষণ হালদার; ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট।
মোং মাতাভাঙ্গা জেলা, কুচবেহার।

মহাশয় বৎসরাবধি আমি জ্বর এবং কাশে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলাম, ডাক্তারি ও বৈদ্যমতে নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করাতেও পীড়ার কিঞ্চিৎ মাত্র উপসম না হওয়ায় পরিশেষে মহাশয়ের জগৎ পরিচিত অমৃত রস ব্যবহার করাতে সম্যক আরোগ লাভ করিয়াছি। আমার যেরূপ উপকার করিলেন ইহাতে মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিলাম, এবং যাহাতে আপনার অমৃতরস এই গ্রামে এবং ইহার চতুঃপার্শ্বে বিশেষ প্রকারে পরিচিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিলাম।

শ্রীরমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মোং হরিপুর, জেলা, দিনাজপুর।

মহাশয় আপনার উদাসীন দত্ত অমৃত রস মহৌষধের গুণ ভুবন বিখ্যাত, এবং কয়েকটি রোগীকে আশ্চর্য্য আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া অসীম আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছি। না জানি মহাশয় কত প্রাণীকে অকাল কাল গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া কতই পূণ্য উপার্জ্জন করিতেছেন, ইহাতে আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

চৌধুরী শ্রী প্রতাপ নারায়ণ রায় জমিদার।
মোং বাশডিহা, জেলা, বালেশ্বর।

আপনার জগদ্বিখ্যাত মহোপকারী ঔষধের গুণ বিষয়ে এ সামান্য লেখনী বা কি বর্ণনা করিতে পারে। সর্ব্বদাই শুনিতেছি, যে আপনার কৃপাগুণে অত্রাঞ্চলের অনেক অনেক ব্যক্তি করাল কাল রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। আমরা চাক্ষুষে শ্রীযুত রাধামোহন মুখোপাধ্যায়কে ভয়ানক সংক্রান্ত গ্রহণী রোগ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রীকে অনেক দিনের প্রাচীন শ্বাস রোগ হইতে আশু মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। অমৃত রস নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

শ্রীশ্যমাচরণ মিত্র।
ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার, মোং বাঁশড়িহা।

গত বৎসর মহাশয়ের নিকট হইতে অমৃত রস আনাইয়া সেবন করায় আমার যে শূলবেদনা ছিল তাহাতে মুক্তি পাইয়াছি।

শ্রীজয় গোবিন্দ দত্ত।
মোং জতনপুখরী, জেলা জলপাইগুড়ি

মহাশয়ের অমৃত রস ঔষধ ভগন্দর রোগে সেবন করান হয় তাহাতে ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে দাগ মাত্র আছে।

শ্রীগবিন্দ চন্দ্র সেঠ।
মোং ফাঁসি দেওয়া, জেলা দারজিলিং।

আমি হেম বাবুর অমৃতরস অনেক রোগে পরীক্ষা করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার রোগেতে ইহার আশ্চর্য্য গুণ দেখা যায়। কএক জন রোগী যাহাদের বাঁচিবার কোন ভরসা ছিল না, এই ঔষধ সেবনে আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র বন্দ্যাপাধ্যায়, ডাক্তার।
৺ কাশীধাম।

মহাশয়ের মহৌষধ অত্র স্থানে যিনি যিনি সেবন করিয়াছেন সকলেই সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীলোকনাথ দাস বসু।
মোং কটক

আপনার অমৃতরস মহৌষধের চমৎকার গুণ অত্র কাঁথিতে যাঁহারা সেবন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রী মহেন্দ্র নারায়ণ মাহিতি।
মোং কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর।

মহাশয়ের অমৃতরস সেবনে দাদা মহাশয়ের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে। তাঁহার শূল ব্যথা এবং পেটের ডাক আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রী প্রসন্ন কুমার দাস।
মোং রত্নপুর; জেলা মুরশিদাবাদ।

ইত্যগ্রে যে ঔষধ অপনার নিকট হইতে আনান হইয়াছিল তাহা অপনার প্রেরিত নিয়মাবলীর নিয়মানুসারে সেবন করাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অসুস্থের অনেক

হ্রাস হইয়া আপাততঃ শরীরের স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছি।

শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী রায় বাহাদুর।
মোং চুড়ামন।

মহাশয় আপনার অমৃত রস ঔষধের অনির্ব্বচনীয় গুণ।আমার আত্মীয়ের জ্বর, প্লীহা এবং পেটের ব্যায়রাম ছিল। এই ব্যায়রাম গুলি অল্প দিনের হইলে জ্বর প্রায় ৭।৮ বৎসরকার প্লীহা প্রায় ৪।৫ বৎসরকার এবং পেটের পীড়া প্রায় এক বৎসর হইল হইয়াছিল। যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বল ছিলেন উক্ত ঔষধ এক শিশি সেবন করিয়াই রোগ প্রায় চৌদ্দ আনা আরাম হইয়াছে। জ্বর একবারে বন্ধ হইয়াছে; প্লীহা বার আনা ভাগ কমিয়া গিয়াছে। প্রত্যহ ১০।১২ বার বাহ্যের মধ্যে এক্ষণে ২।৩ বার যান। বাহ্যে যে রক্তের চিহ্ন দেখা দিত তাহাও আরোগ্য হইয়াছে। এ ঔষধে যে অনেকেই অকাল কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে তাহার আর ভুল নাই।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র বসু।
মোং হুগলি, ঘুটিয়া বাজার।

আপনার প্রেরিত এক শিশি অমৃতরস ঔষধ আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে সেবন করাইয়া তাহার পীড়া অনেকাংশে সাহায্য হইয়াছে। প্লীহা, জ্বর, ও উদরাময় এই তিন প্রকার পীড়া আমার উক্ত সহোদরটির হইয়াছিল, আপনার অমৃতরস সেবন করিরা জ্বর বন্ধ হইয়াছে, উদরাময় আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীদক্ষিণাপদ রায় চৌধুরী।
মহিষরাখা পোঃ আঃ

মহাশয় এক শিশি অমৃত রস আনাইয়াছিলাম এবং একটি স্ত্রী লোক পুরাতন জ্বর আদি নানা প্রকার পীড়ায় কষ্ট পাইতে ছিল, কিন্তু মহাশয়ের অমৃত রস সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীবনমালী পাল। মোং গুলটীয়া, ভায়া সিন্দিয়া।

অমৃত রস ঔষধ অত্র সবডিবিজান ধুবড়ির শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল লাহিড়ি প্রভৃতি আনায়ন ও সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরায় প্রতাপ চন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর।
মোং গৌরিপুর ধুবড়ি।

মহাশয় আপনার অমৃত রস মহৌষধের অসাধারণ গুণে আমার পূজনীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়ের মেহ, কাশ, ও জ্বর প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। ইত্যগ্রে ক্রমিক তিন শিশি অমৃত রস আনয়ন করিয়া উল্লিখিত পিতা ঠাকুর মহাশয়কে সেবন করায় কাশ ও জ্বর হইতে একবারে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, মেহের পীড়া বার আনা আন্দাজ আরোগ্য হইয়াছে, চার আনা পরিমাণে বাকি আছে। বোধ করি তাহাও একবারে নিঃশেষিত হইত। ফলতঃ অর্থের অকুলান বশতঃ এক সঙ্গে উক্ত তিন শিশি অমৃত রস সেবন করাইতে পারি নাই, এক শিশি সেবন করিয়া মধ্যে অনেক দিন বাদে অপর শিশি সেবন করিতে হইয়াছিল, এবং নিয়মমত পথ্যাদি ভক্ষণও হয় নাই। বিশেষতঃ মেহের পীড়াটী অল্প দিনের নয় প্রায় ২৫ বৎসর হইল ইহার সূত্রপাত হইয়াছে।

শ্রীবর্ণেশ্বর মুখোপাধ্যায়।
মোং চুড়ামণ, জেলা মালদহ।

মহাশয়ের নিকট হইতে গত মাসে যে ঔষধ আনাইয়াছিলাম তাহা ছয় জন রোগীকে দেওয়ায় উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে। বিসূচিকার এমন ঔষধ আর হয় নাই, ছয় ঘণ্টার মধ্যেই সকলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
নেটিব ডাক্তার, ছাপরা জেলা আরা।

মহাশয়ের ঔষধের গুণ মৌখিক ভিন্ন পত্রে বর্ণনা করা যায় না। একাধিক্রমে ১৮টী ওলাউঠা রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অধিকাংশ রোগীকে ২টী বটিকা কোন কোনটীকে ৩টী মাত্র দেওয়া গিয়াছে। মহাশয়ের ঔষধ যথার্থ তাহার কোন ভুল নাই, ঐ সকল রোগী অতি দীন হীন লোক, কেবল মহাশয়ের পূণ্যার্থে, এবং সংবাদ প্রকাশার্থ, বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে।

মহিদ্দিন।
ইনচার্জ কুরকুরিয়া চা-বাগান, সোনাপুর আসাম।

আপনি যে ওলাউঠা রোগের ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন ঐ ঔষধ ৫জন রোগীকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরাধাবল্লভ সিংহ দেব জমিদার।
মোং কুচিয়াকোল, জেলা বাঁকুড়া

আপনার প্রেরিত ওলাউঠা ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই বাধিত হইলাম। কয়েক জন রোগীকে ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ফল পাওয়া গিয়াছে।

জোনুকল হোসেন, দেওয়ান।
মোং তালিবপুর, স্টেট, বহরমপুর।

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত বটিকার কয়েক জনার আশ্চর্য্য উপকার হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়, জমিদার।
অনারারী মাজিষ্ট্রেট মোং দেহুড়দা, জেলা বালেশ্বর।

আমা কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুরাতন জ্বর, প্লীহ', অরুচি, উদরাময় ও মুখে ঘা হইয়া অধিক কষ্ট ভোগ করিতেছিল এবং উত্তমোত্তম বৈদ্য ও ডাক্তার দেখান হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই উপসম হয় নাই; অবশেষে মহাশয়ের অমৃত রস আনাইয়া সেবন করাইয়াছিলাম তাহাতে আরোগ্য লাভ করিয়া সুন্দর ও সুশ্রী হইয়াছে।

শ্রীরাখাল দাস চক্রবর্ত্তী হিতসাধনী সভার সম্পাদক। সাং নান্দালা জেলা বর্দ্ধমান।

ইতি পুর্ব্বে যে এক শিশি অমৃতরস আনাইয়াছি তাহা সেবনে শূল বেদনার হ্রাস হইয়াছে এমন কি বেদনা আর কিছু মাত্র টের পাওয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে পেট জ্বালা করিয়া থাকে কিন্তু তাহাও আহার করিলে কমিয়া যায়।

শ্রীচন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী
সাং পারলিয়া জেলা ঢাকা।

আপনার অমৃত রসের গুণ আমি সামান্য লেখনীতে কি বর্ণিব যদি কোন গুণবান প্রত্যক্ষ করেন তবে কিছু মাত্র বর্ণন হইতে পারে। বাস্তবিক রোগবিনাশ জন্য অমৃতরস প্রকৃত ধন্বন্তরী বলিয়া প্রত্যয় হয়।

আমি পেটের অসুখ, প্রাচীন জ্বর ও শারীরিক দুর্ব্বলতায় দীর্ঘকাল কষ্টভোগ করিয়া গত সেপ্‌টেম্বর মাসে এক শিশি মাত্র সেবন করিয়া প্রায় সাত মাস কাল বিনাঔষধে উত্তম ভাবে সুস্থ ছিলাম। অমৃত রসে আমার অত্যন্ত উপকার হইয়াছে আমি আরও খাইব।

শ্রীমতি লালি লাহুড়ী
সাং দিদলী জেলা গোয়ালপাড়া।

আপনার প্রেরিত মহৌষধি অদ্য ১৫ দিবস পর্য্যন্ত সেবনে বোধ হইতেছে যে ব্যাধি অর্দ্ধেক পরিমাণ নিবারণ হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়
লক্ষ্মণপুর জেলা রঙ্গপুর।

পূর্ব্বে যে আপনার নিকট হইতে অমৃতরস এক শিশি আনাইয়াছিলাম তাহা সেবনে কাশ ও উদরের পীড়া এক কালীন আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ
লক্ষ্মণকাঠি জেলা বরিসাল।

গত ফালগুণ মাসে আমার স্ত্রীর পুরাতন জ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রকম রোগের জন্য আপনার অমৃতরস এক শিশি আনাইয়া সেবন করানতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীযদুনাথ ঘটক
সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন।

অমৃতরস সেবনে পীড়া কিছু বিশেষ হইয়াছে একারণ মহাশয়কে লেখা যায় যে অনুগ্রহ করিয়া পুনরায় দুই শিশি পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র গোস্বামী।
জমিদার শ্রীরামপুর।

কিছু দিন হইল আপনার নিকট হইতে এক বাতল অমৃতরস আনাইয়াছিলাম তাহা ব্যবহার করিয়া আমার মাতা ঠাকুরাণীর বহু কালের অম্লশূল অনেক পরিমাণে উপসম হইয়াছে বোধ করি আর কিছু কাল ব্যবহার করিলে পীড়া একেবারে আরোগ্য হইতে পারে।

শ্রীদিন নাথ ঘোষ ইনেস্পেক্টর।
বাঘোলি ষ্টেশন জেলা হুগলি।

ওলাউঠার বটিকা।

আপনার প্রচারিত কলেরার মহৌষধি আনাইয়া দুই রোগীকে ব্যবহার করাইয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। দুইটি কলেরা রোগীই প্রথমত দেশীয় পরে ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসিত হয়. কিছুতেই উপসম না হইয়া জীবন সংশয় হইলে পর আমি উক্ত রোগীদ্বয়কে ৫ বটিকা সেবন করাই ও অতি অল্প কাল মধ্যে উপসম হইয়া সুস্থতা লাভ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া এখানকার অনেক লোক কলেরা হইলে রক্ষা পাইব বলিয়া ভরসা করিয়াছেন।

শ্রীদ্বারকা নাথ সেন।
মেডিকেল প্রাকটীশনার রাজনগর।

আপনার প্রণীত ওলাউঠার অমোঘ বটিকা ইতি পূর্ব্বে যাহা আনাইয়াছিলাম তাহাতে অনেকের উপকার হইয়াছে। ঔধ প্রায় নিঃশেষিত হইল।

শ্রীমধু সুদন সরকার।
গাদী রেশম কুটী জিয়াগঞ্জ।

মহাশয়ের প্রেরিত ওলাউঠার ৫০টী বটিকা প্রাপ্ত হইয়া যে কয়েকটি রোগীকে সেবন করান হইয়াছিল তাহারা সকলেই যমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া উত্তম রূপে সুস্থ হইয়াছে।

শ্রীশশি ভূষণ চৌধুরি
মানিকগঞ্জ।

আপনার নিকট হইতে আমি কলেরার পিল আনাইয়া প্রায় ৯০ই জন রোগী আরোগ্য করিয়াছি। আপনার জ্ঞাত জন্য নিবেদিলাম।

কুমার শ্রীকৃষ্ণ গোপা আধুর্য্য।
মলিয়াড়া রাজবাটি দুর্গাপুর।

I have much pleasure to inform you that during the present outbreak of cholera here I have been able to cure several cases without any failure by the use of the said Pills.

Your's very faithfully
Tarinee Prosad Pleader
Judge's Court, Bhugulpore.

I have much pleasure in acknowledging the efficacy of your invaluable cholera pills. I have personally tried them in five cases with complete success. I have been convinced that they are really a great boon to the country being the only medicine which as far as I am aware can best cope with the fell disease.

Your's most faithfully
Krishna Bullubh Roy, Vakil Jungipore
Moonsiff's Court. Moorseedabad.

I am very glad to say that your cholera pills have cured all the 10 cases in which they were administered.

Signed D. V. Sapray.
Bankipore.

I have the honor to inform you that your medicine for cholera was received here, when the disease had nearly disappeared from the town. It was however administered in two cases with successful result.

Signed T. B. Miller,
Private Secretary.

Your cholera pills are really infallible. Not being a professional man I was afraid to try your medicine at first, but I administered it in 3 cases given up by the doctors as hopeless. Two of the patients recoverd within six hours by using only two pills each. The other a child took one pill which stopned his purging, vommitting, spasm, and perspiration, and caused a discharge of urine, but unfortunately at this stage his parents gave him some other medicine. The result was the disease relapsed, and the child died.

The more cases have been cured, by your medicine.

Signed W. R. Larmine.
Magistrate of Bankura.

I am requested by the Maharajah of Burdwan to inform you that during the recent out-break of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occurred among the servants of His Highness, and were found to be efficacious.

Bepinbehary Dutt,
Station Master, Doomrow.

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৪ সাল ১২ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।

তুর্কিকে সাহায্য করা উচিত কি না?

মিরার, সোমপ্রকাশ, হিন্দুহিতৈষিণী, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতির মতে তুর্কির মুসলমানদিগকে আমাদের সাহায্য করা অন্যায়, আবার কেহ কেহ এ বিপদকালে মুসলমানদিগকে সাহায্য প্রদান করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষবাসী মাত্রকে উত্তেজনা করিতেছেন। যাহারা ইহার বিপক্ষ তাহারা বলেন যে, আমাদের নিজ গৃহের সম্মুখে অনেক কষ্ট, অনেক দুরবস্থা আছে, তাহা বিস্মৃত হইয়া ও উপেক্ষা করিয়া দূর দেশে যাহাদের সঙ্গে আমাদের কোন সংস্রব নাই এরূপ জাতিকে সাহায্য প্রদান করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। গত বৎসর বোম্বাই ও মান্দ্রাজবাসীরা অন্ন কষ্টে এক [illegible] উচ্ছিন্ন গিয়াছে, এবার আবার ভারতবর্ষের নানা [illegible] এই রূপ দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং এ [illegible] পরোপকার করার যাহার যে সঙ্গতি ও সাধ্য [illegible]কে তাহা নিজ দেশের নিমিত্তই নিয়োগ করা [illegible]ব্য। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে মনুষ্যের প্রধান [illegible] আত্মরক্ষা করা, ইউরোপীয়েরাও বলেন সর্ব্বাগ্রে [illegible]জ পরিবারের উপকার করা উচিত। ইহারা এই [illegible] তর্ক দেখাইয়া ভারতবর্ষবাসীদিগের তুর্কিকে সাহায্য [illegible] অন্যায় মনে করেন। কিন্তু অপর দলস্থ লোক [illegible]ন্তু গোলে হরিবোল দেন না। হিন্দুহিতৈষিণী যেরূপ [illegible]য়াছেন, তাঁহারা কেবল নিজ স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত [illegible]র দুরাবস্থা বিস্মৃত হইয়া তুর্কির পক্ষ সমর্থন [illegible] নাই, তাহারা যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন [illegible]দের বিশ্বাস যে তাহাতে ভারতবর্ষের অশেষ [illegible]ন হইবে।

হিন্দুহিতৈষিণীর যেরূপ বিশ্বাস যে, আমেরিকা ও [illegible]সর সঙ্গে ভারতবর্ষের [illegible] সম্পর্ক ইউরোপীয় [illegible]র সঙ্গেও আমাদে[illegible] সম্পর্ক আমাদের সেরূপ বিশ্বাস নহে। সত্য ভারতবর্ষবাসীরা আমাদের যত ঘনিষ্ঠ তুর্কিবাসীরা তত ঘনিষ্ঠ নহে। কিন্তু ভারতবর্ষবাসীদের পরেই আমাদের আশিয়বাসীদের সঙ্গে আত্মীয়তা। তুর্কির মুসলমানেরা আশিয়াবাসী, ইহাদের পতন হইলে আশিয়ার একটী জাতি পতন হইবে। আশিয় জাতিকে যে পৃথিবীর অপর খণ্ডস্থ জাতি অপেক্ষা আমরা অধিক ঘনিষ্ঠ মনে করি এটি আমাদের আনুমানিক কথা নহে, স্বার্থপর স্নেহ নহে, এটি স্বাভাবিক। আফেরিকাতে ফারাশি, ইংরাজ, রূশ প্রভৃতি জাত উপস্থিত হইলে তাহারা আপনাদিগকে স্বদেশস্থ মনে করেন এবং সম্পদের সময় না হউক বিপদের সময় সকলেই একত্রিত হন, আমরাও ইংলণ্ড কি অপর দেশে গমন করিয়া মুসলমান, চিন, জাপান কি সিংহলবাসীদিগকে দেখিলে আমাদের মন প্রফুল্ল হয়। চিনেরা আমেরিকাতে কি ফ্রান্সে গিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছে, জাপানবাসীরা ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষায় প্রশংসার ভাজন হইতেছে ইহা আমরা যখনই শুনি আমাদের তখনই আনন্দ হয়। আবার তুর্কির মুসলমানেরা আশিয়াবাসী, ও আশিয়াবাসীরা ইউরোপের খৃষ্টান জাতির উপর আধিপত্য করিতেছে ইউরোপবাসীদের সুলতানের উপর ক্রোধের এই এক বিশেষ কারণ। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনেক ইউরোপীয় মনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ইহা প্রকাশ করেন এবং কেহ কেহ তুর্করাজ্য ইউরোপীয় জাতির মধ্যে বন্টন করিয়া বিভাগ করার প্রস্তাব করেন। আশিয়ার একটী জাতি ইউরোপে রাজত্ব করিতেছে ইহা দেখিয়া যে জন্য ইউরোপীয়দের মনে ক্রোধের উদয় হয়, সেই জন্যে আমাদের গৌরব হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু যাহারা মুসলমানদিগের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন তাহারা এ কারণে কেবল এ কৌশল অবলম্বন করিতেছেন না।

হিন্দুহিতৈষিণী দয়ার অনুবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে চাহেন। তিনি বলেন তুর্কির সুলতান প্রজা নিষ্পীড়ক, তাহাকে সাহায্য করাতে ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম আছে। যদি রাজা প্রজানিষ্পীড়ক হন তাহা হইলে প্রপীড়িত প্রজা ভিন্ন অপর কাহার রাজাকে শাসন করার কত দূর অধিকার আছে তাহা আমরা জানিনা, এবং এরূপ অধিকার থাকিলে যে পৃথিবীতে অচিরাৎ আরাজকতা উপস্থিত হয় তাহাও বোধ হয় সকলে স্বীকার করিবেন, তথাচ যদি আমরা জানিতাম সুলতান খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচার করেন তাহা হইলেও আমরা সুলতানের বিপক্ষ না হই সপক্ষ হইতাম না। কিন্তু প্রকৃত সুলতান খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচার করেন, কি এটি কেবল রূশ সম্রাটের চক্র তাহা আমরা ত জানি না, ইউরোপবাসীদের মধ্যেও ইহা লইয়া ঘোর তর্ক যাইতেছে। আবার কর্ণেল চেসনীর তুর্কির যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ইতিহাস পাঠ করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, রূশিয়ার এই রূপ ছলনা করিয়া তুর্কিকে আক্রমণ করার অভ্যাস আছে, কিন্তু যাহারা মুসলমানের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন তাহারা এই অত্যাচারের সত্য মিথ্যার উপর গণনা করিয়া বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে এ কৌশল অবলম্বন করেন নাই।

যাহারা সুলতানের পক্ষ তাহারা বলেন যে আশিয়াতে এখন যে কয়েকটী জাতি আছে সকলেরই পতন দশা। হিন্দুরা উচ্ছিন্ন গিয়াছেন, চিন দেশে ইউরোপীয়েরা যেরূপে প্রবেশ করিয়াছেন তাহাতে এ জাতির ধ্বংশের বোধ হয় বড় বিলম্ব নাই, অপর যে সমুদয় জাতি আছে সে সমুদয় অতি জঘন্য। আশিয়ার মুসলমান জাতির কেবল একটু তেজ আছে, সুতরাং মুসলমান জাতির তেজ ধ্বংশ হইলে আশিয়ার সকল প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবে। তুর্কীর পক্ষীয়দের ইচ্ছা যে, আশিয়ায় অন্ততঃ একটী প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে। একটী প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকিলে ইউরোপীয় জাতি আশিয়াবাসীদিগকে গ্রাস ও নির্ম্মূল করিতে না পারিলেও পারেন, এবং বিধাতা যদি সদয় হন তাহা হইলে ইহা দ্বারা আবার আশিয়া জাতি মাত্রে উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করা এটিও প্রধান কারণ নহে।

হিন্দুশাস্ত্র আত্মরক্ষাকে প্রধান ধর্ম্ম বলেন, কিন্তু ধর্ম্ম ও দেশ রক্ষার নিমিত্ত নিঃস্বার্থভাবে আর্য্য বংশীয়েরা যেরূপ অকাতরে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই এরূপ করেন নাই। ইংরাজেরা যদিও বলেন যে সর্ব্ব প্রথম আপন পরিবারের উপকার করা উচিত, কিন্তু তাহারা ইহাও জানেন যে পরিবারের উপকার করার প্রধান উপায় নিঃস্বার্থ ভাবে অপরের উপকার করা। সুতরাং স্বদেশের কষ্ট উপেক্ষা করিয়া অপর দেশবাসীর উপকার করা, কি দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত আত্ম স্বার্থ বিস্মৃত হওয়া নিতান্ত অশাস্ত্রীয় নহে, এবং পরিণামে ইহা দ্বারা প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভব আছে। যাহারা তুর্কীর সুলতানের পক্ষ সমর্থন করেন তাহারা তাহাদের অবলম্বিত কৌশল দ্বারা দেশের দুইটী মঙ্গলের প্রত্যাশা করেন (১) ভারতবর্ষের মুসলমান-হিন্দুর একতাবন্ধন (২) তুর্কীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয়তা স্থাপন। এই দলের বিশ্বাস যে যত দিন হিন্দু ও মুসলমানে একতাসূত্রে আবদ্ধ না হইতেছেন, যত দিন ইহাদের পরস্পরের বিদ্বেষ দূর হইয়া ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা না জন্মিতেছে, তত দিন আমরা প্রকৃত উন্নতির পথে উপস্থিত হইতে পারিতেছি না। হিন্দু ও মুসলমানের দোষ গুণ যদি কোন গতিকে একত্রিত করা যায় তাহা হইলে [illegible] হইতে যত গুলি উপকরণের প্রয়োজন ভারতবর্ষবাসীদের মধ্যে তাহা সমুদয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। আবার ইংরাজেরা আমাদের প্রভু; ইহাদের হস্তে আমাদের সকল মঙ্গল। ইংরেজদের পৃথিবীর মধ্যে যদি প্রকৃত কোন বন্ধু থাকেন তবে সে তুর্কির সুলতান, সুতরাং তুর্কির সুলতানের সঙ্গে যদি আমরা কোন গতিকে আত্মীয়তা করিতে পারি ও তিনি আমাদের পক্ষ হইয়া ইংলিশ গবর্ণমেন্টকে যদি কোন বিষয়ের অনুরোধ করেন ইংরাজেরা তাহা অবহেলা করিতে পারিবেন না। উপরি উক্ত দলের বিশ্বাস যে, সুলতানের এখন বিপদ, এখন আমরা তাহাকে যদি সাহায্য করি, তিনি যদি দেখেন যে হিন্দুরা যাহাদের সঙ্গে তাহার কোন রূপ সংস্রব নাই তাহারাও তাহাকে সাহায্য করিতেছেন, তাহা হইলে সুলতান যদি মানুষ হন তিনি অবশ্য কৃতজ্ঞ হইবেন এবং ইহা চিরকাল স্মরণ করিবেন। তুর্কির পক্ষীয়দের বিশ্বাস যে, তাহারা যেরূপ গণনা করিতেছেন ইহা দ্বারা প্রকৃত যদি সেই রূপ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একতা হয় ও সুলতান বাধ্য হন তাহা হইলে ইহার নিমিত্ত আমাদের সহস্র ক্ষতি স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা তাহাদের মতে প্রকৃত পক্ষে ক্ষতি হইবেনা, পরিণামে দেশের অশেষ মঙ্গল হইবে।

তবে ভারতবর্ষের অন্ন কষ্টে প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগকে উপেক্ষা করিয়া সুলতানের সাহায্য করা কি কর্ত্তব্য? ভারতবর্ষকে আপাততঃ কোন বিপদে নিক্ষেপ করিয়াও পরিণামে যদি ইহা দ্বারা ভারতবর্ষবাসীগণ কি ভারতবর্ষের মঙ্গল করা বিধেয় হয় এবং যদি সুলতানের সাহায্যার্থে অর্থ দান করিলে এইটি হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে বোধ হয় দেশের বর্ত্তমান কষ্ট নিবারণ করা অপেক্ষা সুলতানের সাহায্য করা অধিক কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত অনেক জাতি এরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রুশিয় সম্রাট অগণনীয় ক্ষতি স্বীকার করিয়া কেবল জর্ম্মেনীর মঙ্গলের নিমিত্ত ফরাসীদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হন। ফ্রান্সেও এই উদ্দেশে কি ভয়ানক যুদ্ধই হয় এবং ইংরাজেরা এই জন্যে কেবল সুলতানের সঙ্গে আত্মীয়তা করিবার নিমিত্ত ক্রিমিয় যুদ্ধের কষ্ট সহ্য করেন এবং তাহাদের বিপুল ধন ও সৈন্য নষ্ট করেন। এইরূপ অর্থ ব্যয় ও জীবন নষ্ট করিয়া সকলই পরিণামে আপন মঙ্গল সাধন করেন। এ পর্য্যন্ত যাহারা উন্নত হইয়াছেন তাহারাই এই রূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন। তবে তুর্কির সাহায্য করিতে হইলে বোধ হয় আপাততঃ আমাদের দেশের বিশেষ অনিষ্ট করিতে হইবেনা। এ দেশের এখনকার প্রধান বিপদ মন্বান্তর, কিন্তু মন্বান্তর নিবারণ করা আমাদের সাধ্য নহে, ও আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মও নহে। এ কর্ত্তব্য কর্ম্ম গবর্ণমেন্টের। মন্বান্তরে মনুষ্য নষ্ট হইলে তাঁহারাই ইহার নিমিত্ত অপরাধী। দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট স্বতন্ত্র একটী তহবিলের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা পবলিক ওয়ার্ক সেস কেবল দুর্ভিক্ষের নিমিত্তই প্রদান করিতেছে, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহার ত্রুটি হইতেছে না। দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট আমাদের উপর কর স্থাপন করিয়াছেন এবং আমরা তাহা প্রদান করিতেছি, গবর্ণমেন্ট ইহার নিমিত্ত আর কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহাও আমরা প্রদান করিব, কিন্তু যত দিন মন্বান্তরের দোষ গুণের নিমিত্ত আমরা দায়ী না হইব, অথবা যত দিন গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে এ বিষয়ে সাক্ষাৎ ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে না দিবেন তত দিন আমরা নির্দ্ধারিত কর প্রদান ভিন্ন ইহার নিমিত্ত আর কি করিতে পারি। এবং যাহারা তুর্কির সাহায্যার্থে উত্তেজনা করিতেছেন তাহারা রাজার কর প্রদান না করিয়া সুলতানকে সাহায্য প্রদান করিতে পরামর্শ দিতেছেন না।

ইংরাজেরা কিসের বাধ্য?

হাইকোর্টের স্বাধীনতার মূলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে, দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ের মূলে গবর্ণমেন্ট আঘাত করিলেন, এখন আমাদের উপায়

কি। গত জানুয়ারি হইতে পর পর এত গুলি অশুভ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে যে আমরা যত্ন করিয়াও হৃদয়কে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছিনা, অথবা কোন আশার উদ্দীপন করিতে পারিতেছিনা। দক্ষিণ সাবাজপুরের রোদনের কোলাহল নির্ব্বাণ না হইতে দক্ষিণ পশ্চিম ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অন্ন ও জলের নিমিত্ত ত্রাহি ত্রাহি করিয়া উঠিল, ইহাদের রোদনের সঙ্গে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আবার কোলাহল উঠিল। ওলাউঠায় ধন জনপূর্ণ পূর্ব্ব বাঙ্গালাকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করিল। দৈব দুর্য্যোগের সঙ্গে রাজ দুর্য্যোগ আবার আরম্ভ হইল, সহস্র সহস্র লোকের বিনয় ও কাতরোক্তি চক্ষুর জল গ্রাহ্য না করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রেসিডেন্সি নগর সমুহে কঠোর ফৌজদারি আইন প্রচলিত করিলেন। এই কষ্ট হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে জাগরুক থাকিতে থাকিতে, ইডেন সাহেব বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে, ফাইন্যান্স মন্ত্রী দেশীয় ব্যবসায়ের মূলে, এবং লর্ড লিটন হ্যইকোর্টের মূলে আঘাত করিলেন। দৈব বিপাকের উপর মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব নাই সত্য, কিন্তু রাজপুরুষেরা মড় কারলে দক্ষিণ সাবাজপুরের ঝটিকা কি জল প্লাবন নিবারণ করিতে না পারুন রোগ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে বাঙ্গালায় সহস্র সহস্র লোককে যে মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে পারিতেন তাহার কোন ভুল নাই। আবার বোম্বাইয়ে ও মান্দ্রাজে শস্য উৎপাদন করিতে না পারুন, মনোযোগ করিলে গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের কষ্ট অনেক পরিমাণে নিবারণ করিতে পারিতেন। গবর্ণমেণ্টের এরূপ ঔদাস্য দ্বারা কেবল ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু হয় নাই, রাজপুরুষেরা যে জন্যে এইরূপ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন সে বিষয় আমরা যখন চিন্তা করি তখনই আমাদের ভবিষ্যতের সকল বল ভরসা অন্তর্হিত হয়। যে দোষে মুসলমান শাসন সময় ভারতবর্ষ উচ্ছিন্ন যায়, ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট এবার সেই দোষে দুষিত হইয়া ভারতবর্ষকে এই কষ্টে নিঃক্ষেপ করেন। ফল দৈব যাহা করেন তাহার নিমিত্ত আমরা মনকে প্রবোধ দিতে পারি। দৈব ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক নহে, ইহার উৎপীড়নের অবসর আছে, কিন্তু রাজ দুর্য্যোগের নিমিত্ত আমরা মনকে এ প্রবোধ দিতে পারি না। আবার দুঃখের বিষয় যে, যে লর্ড লিটন ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়া ফুলার সাহেবের মকদ্দমা সম্বন্ধে এরূপ অমৃতময় আজ্ঞা প্রচার করেন, তিনিই যাহাতে ফুলার সাহেবের মকদ্দমার ন্যায় এদেশে সহস্র সহস্র অবিচার হয় তাহার কারণ হইলেন। বাঙ্গালার যে জমিদারেরা আরাধনা করিয়া ইডেন সাহেবকে এদেশে আনয়ন করিলেন তিনিই জমিদারদের সর্ব্বনাশ করিলেন। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টের কারণ এই যে, কুইন বিক্টোরিয়ার এম্প্রেস উপাধি যে অবধি এদেশে ঘোষণা হইয়াছে সেই অবধি আমাদের এই সমুদয় বিপদ। ডিসরেলি সাহেব বলেন যে কুইন এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীকে এম্প্রেস করিলেন, রাজপুরুষেরা তাহার নিকট কিছু কৃতজ্ঞ হইবেন, কিন্তু আমাদের সকল আশাতেই কেবল ভস্ম পড়িল না, সকল বিষয়ে আশার বিপরীত ফল ফলিল।

আরাধনায় দেবতা বাধ্য হন, কিন্তু আমরা আরাধনা করিয়া ইংরাজদিগকে বাধ্য করিতে পারিলাম না। যত্নে বন্য পশু বাধ্য হয় কিন্তু ইংরাজেরা যত্নেরও বাধ্য নহেন। স্নেহে সিংহ ব্যাঘ্র সর্প প্রভৃতিও নাকি বাধ্য হয়। কিন্তু ইংরাজদের উপর স্নেহ ও ভালবাসাও আধিপত্য করিতে পারে না। আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল জাতির ত ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই, সুতরাং আমাদের যাহা আছে তাহার দ্বারা যখন তাহাদের বাধ্য করা অসম্ভব তখন আমাদের হৃদয়ে আশা কিরূপে উদয় হইবে। আবার আমরা নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া তাহাদের নিকট রোদন করি না, অথবা যাহাতে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় এরূপ প্রার্থনা করি না, কিন্তু তথাচ তাহারা আমাদের প্রার্থনা কর্ণে স্থান দেন না। ধর্ম্মের দোহায় দিলে তাহারা কর্ণে হস্তক্ষেপ করেন, সত্যের দোহায় দিলে তাহারা বধির হন, তাহাদের পূর্ব্বকার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া দিলে তাহাদের বিস্মৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়, দুরবস্থার কথা তুলিলে বলেন এখনও আমাদের অস্থি চর্ম্ম শীর্ণ হয় নাই। যাহারা দস্যু তাহারা ভয়ের বাধ্য, সাধু সত্যের বাধ্য, ধার্ম্মিক পরকালের বাধ্য, হৃদয়পূর্ণ ব্যক্তি দয়া ও স্নেহের বাধ্য, কিন্তু ইংরাজেরা যে কিসের বাধ্য তাহা আমরা জানি না। ইউরোপীয় অপর জাতির বিশ্বাস যে ইংরাজেরা কেবল স্বার্থ বুঝেন এবং ইহারা এই স্বার্থের কেবল বাধ্য, কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট দোষে তাহারা তাহাই বা বুঝেন কৈ? তাহারা ইহা জানেন যে অশুর ও বামনে যুদ্ধ হইলেও বামনকে পরাজয় করিতে হইলে অশুরের কিছু বলক্ষয় হয়। তাহারা ইহাও জানেন যে কোন শ্রেষ্ঠ জাতিকে পদানত করিতে গেলে আপনারও কতক অধোগতি হয়, তাহারা ইহাও দেখিতেছেন যে ভারতবর্ষ হইতে অর্থ শোষণ করিয়া ইংলণ্ডের পদের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় নাই, তাহারা ইহাও দেখিতেছেন যে ভারতবর্ষবাসীদিগকে তাহারা যত নিস্তেজ ও নিষ্কর্ম্মা করিতেছেন তত বহিঃ শত্রুকে ভারতবর্ষে আগমন করার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তাহারা ইহাও দেখিতেছেন যে এদেশে যত কঠোর নিয়ম প্রচলিত করিতেছেন ততই রাজ পুরুষদিগের উৎকণ্ঠের কারণ হইতেছে, এদেশ যত শোষণ করিতেছেন, রাজ ভাণ্ডার তত ধনশূন্য হইতেছে ও রাজ্য ঋণ জালে জড়ীভূত হইতেছে, যত কঠোর শাসনে আপনাদের পদোন্নতি করার যত্ন করিতেছেন তত রাজ পুরুষদের প্রতি এ দেশীয়দের ঘৃণার উদয় হইতেছে, এবং তাহারা এটিও বিশেষ জানেন ধর্ম্ম, ন্যায়, সুবিচার, সত্য প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া রাজারা প্রজা শাসন করিতে যত যত্ন করেন ততই তাহারা অধীনস্থ প্রজার হস্তে গমন করেন, কিন্তু ইহা জানিয়াও যাহাতে তাহাদের এই সমুদয় অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা সেই সমুদয় কৌশল অবলম্বন করেন।

ইংরাজেরা মহৎ জাতি, অন্ততঃ যে জাতির পদ আছে, যে জাতির পৃথিবীর সর্ব্বত্র আধিপত্য, যাহারা সুশিক্ষিত, যে জাতি হইতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক উৎপন্ন হইয়াছেন সে জাতি যে ধর্ম্মের, সত্যের, দয়ার, স্নেহের অথবা স্বার্থের বাধ্য নন তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা একটি ভুল করিয়াছি এবং সেই ভ্রমের নিমিত্ত আমরা এত ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছি। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যাহারা রাজ প্রতিনিধি হইয়া আগমন করেন আমরা তাহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছি। আমরা ইহাদের উপর নির্ভর না করিয়া যদি ইংরাজ জাতির ও পার্লিয়েমেণ্টের সভ্যদের উপর নির্ভর করিতাম তাহা হইলে আমাদের এ দুর্দশা হইত না। আমরা যাহাদের উপর নির্ভর করি তাহাদের প্রকৃত তত ক্ষমতা নাই, আবার তাহারা সর্ব্বাগ্রে আপনাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। ইহারা ষ্টেট সেক্রেটরির আজ্ঞাধীন। তিনি যাহা করেন ইহাদের তাহা অন্যথা করার সাধ্য নাই। আবার প্রভুর অনেক সময় পাছে পদের লাঘব হয় এই নিমিত্ত ভৃত্যের অনুরোধ শুনিতে হয়। পার্লিয়েমেণ্টের সভ্যেরা স্বাধীন। তাহারা সহজে কুসংস্কারাভিষ্ট হন না। তবে তাহারা যে ভারতবর্ষের প্রতি অবহেলা করেন সে অজ্ঞতার নিমিত্ত, স্বার্থের কি ঔদাস্যের নিমিত্ত নহে। ষ্টেট সেক্রেটরি যাহা তাহাদের নিকট বলেন তাহার বিপরীত যে কিছু আছে তাহা তাহারা জানেন না, সুতরাং তাঁহার কথা তাহাদের বিশ্বাস করিতে হয়। আবার যে বিষয় কিছু বুঝেন না তাহা কষ্টকরও বোধ হয়। ভারতবর্ষে যদি পার্লিয়েমেণ্ট থাকিত এবং এখানে যদি অষ্ট্রিলিয়ার বজেট উপস্থিত হইত ও ভারতবর্ষবাসীরা যদি ইহার কিছু না অবগত থাকিতেন তাহা হইলে আমরা যাহা করিতাম, ভারতবর্ষের বজেট পার্লিয়েমেণ্টে উপস্থিত হইলে ইংলণ্ডে এখন তাহা হইয়া থাকেই, সুতরাং পার্লিয়ামেণ্ট এখন যে অবিচার হয় সে আমাদের দোষে। এই দোষ সংশোধন করা অতি কর্ত্তব্য। এই দোষ অচিরাৎ সংশোধন না করিলে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। হাইকোর্টের স্বাধীনতা, চিরস্থায়ী বন্দবস্ত, বস্ত্র ব্যবসায় ইহার একটীর ক্ষতি হইলে ভারতবর্ষের অশেষ ক্ষতি হইবে। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যেরা যদিও ইহার মূলে আঘাত করিয়াছেন তথাচ ইহার এখনও মুলোৎপাটন হয় নাই। ভারতবর্ষবাসীদের এখন যত করিয়া ইহা রক্ষা করা উচিত। ইহাতে কেবল বাঙ্গালার জমিদার ও বোম্বাই বস্ত্রবয়নের যন্ত্রাধ্যক্ষদের স্বার্থ নাই, [illegible] মাত্রেরই ইহাতে স্বার্থ আছে।

—

রুশেরা সুযোগ পাইলেই ইংরাজদিগকে অপমান করিতেছে। ইংরাজেরা তুর্ক ও রুশ [illegible] দলের প্রধান২ স্থানে মিলিটরি আটাচি নিযুক্ত [illegible] য়াছেন। তুর্কির সৈন্য দলে ক্যাম্পবল এবং নরম[illegible] সাহেব আটাচি নিযুক্ত হইয়াছেন, ওলেসলি সা[illegible] রুশ সৈন্য দলে নিযুক্ত হইয়াছেন। রুশেরা ইহা[illegible] সকলকেই অপমান করিয়াছেন। ক্যাম্পেবল ও নরম[illegible] সাহেব রুশদিগের হস্তে পতিত হইলে তাহাদের [illegible] দুর্গতি হইত তাহা বলা যায় না। তাহারা পূর্ব্বা[illegible] সম্বাদ পান যে রুশেরা তাহাদের অনুসন্ধান করিতে[illegible] এবং এই অনুসন্ধান পাইয়া তাহারা পলায়ন ক[illegible] এবং ২৫ মাইল পথ রুশ সৈন্যেরা তাহাদের পশ্চ[illegible] পশ্চাদ্ধাবিত হয়। নরম্যান সাহেবের দক্ষিণ বা[illegible] রুশ কামান নিঃসৃত একটী গোলা ঈষদ মাত্র স্পর্শ ক[illegible] যায়, কিন্তু ওয়েলেসলি সাহেব ইহাদের অ[illegible] অধিক অপমানিত হইয়াছেন। এ দেশের ইং[illegible] দিগের ন্যায় ওয়েলেসলি সাহেবের মেজাজ কিছু গ[illegible] তাহার কেবল রুশদিগের সঙ্গে সদা সর্ব্বদা বি[illegible] হয় না, তাহার সঙ্গে অন্য যে সমুদয় ইংরাজ [illegible] চারিরা আছেন তাহাদের সঙ্গেও তাহার ঐক্য [illegible] রুশদিগের বিশ্বাস [illegible]লী সাহেব তা[illegible] ঘোর শত্রু, আবার [illegible]দের এই বিশ্বাসের [illegible] কারণ হয়। ইনি রুশদিগের সৈন্যের অযশ [illegible] এই রূপ একখানি পত্র ইংলণ্ডে এক জন আত্মীয়ে[illegible] নিকট লিখেন এবং এই বিষয় তাহার আত্মীয়ের [illegible] সাবধানতাতে প্রকাশ হইয়া পড়ে। রুশ সম্রাট এ[illegible] অন্যান্য রুশেরা এই নিমিত্ত ইহার প্রতি ভারি বির[illegible] হন, এমন কি, যখন রুশ সম্রাট কিসচিনেফ নাম[illegible] স্থানে সৈন্যদিগের যুদ্ধ নিপুণতা দর্শন করিতে যান তখন ওয়েলেসলি সাহেবকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান না। ওয়েলেসলি সাহেব অনেক জোগাড় করাতে রুশ সম্রাট তাঁহাকে রুস সৈন্য দলের প্রধান স্থান প্লয়ইষ্টিতে গমন করিতে আদেশ দেন। সেখানে উপস্থিত হইবা মাত্র রুশ সৈন্যাধ্যক্ষ প্রিন্স নিকলাস তাহাকে বলেন “আমি আপনাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে আপনি এখানে আগমন করাতে আমরা সন্তুষ্ট হই নাই, আপনি আদরে গৃহীত হন নাই। আমাদের বিশ্বাস আপনি আমাদের শত্রু, সুতরাং আপনি এখানে যত দিন থাকিবেন তত দিন আপনাকে পোলিসের প্রহরীর অধীন থাকিতে হইবে।” ওয়েলেসলি সাহেব তাঁহার পদোপযোগী সৈনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রুস সৈন্যাধ্যক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং রুস সৈন্যাধ্যক্ষের কথা শুনিয়া তিনি উত্তর দেন যে, “আমি এই পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক আপনার বাক্য শ্রবণ করিতে পারিনা, সুতরাং আমি প্রস্থান করিলাম।” রুশ সৈন্যাধ্যক্ষ বলিলেন “আপনি প্রস্থান করুন এবং আমি ভরসা করি আপনি এখানে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না।” আবার বর্টচক নগর রুশেরা আক্রমণ করিয়া কামানদ্বারা উহা ধ্বংশ করিতেছে। এই নগরে ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির একটী গৃহ আছে। ইহার উপর ইংরাজ পতাকা উড্ডীন রহিয়াছে এবং ইংরাজদিগকে অপমান করিবার নিমিত্ত রুশেরা বাছিয়া বাছিয়া ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কেবল গুলি বর্ষণ করে। গত মেলে যেরূপ সম্বাদ আসিয়াছে তাহাতে বোধ হইতেছে উপরি উক্ত ঘটনা দ্বারা রুশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ইংরাজদিগের যে একটু মনোবাদ হয় তাহার সংশোধন হইয়াছে।

—

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA, THURSDAY, JULY 26, 1877.

SEAT OF WAR IN EUROPEAN TURKEY.

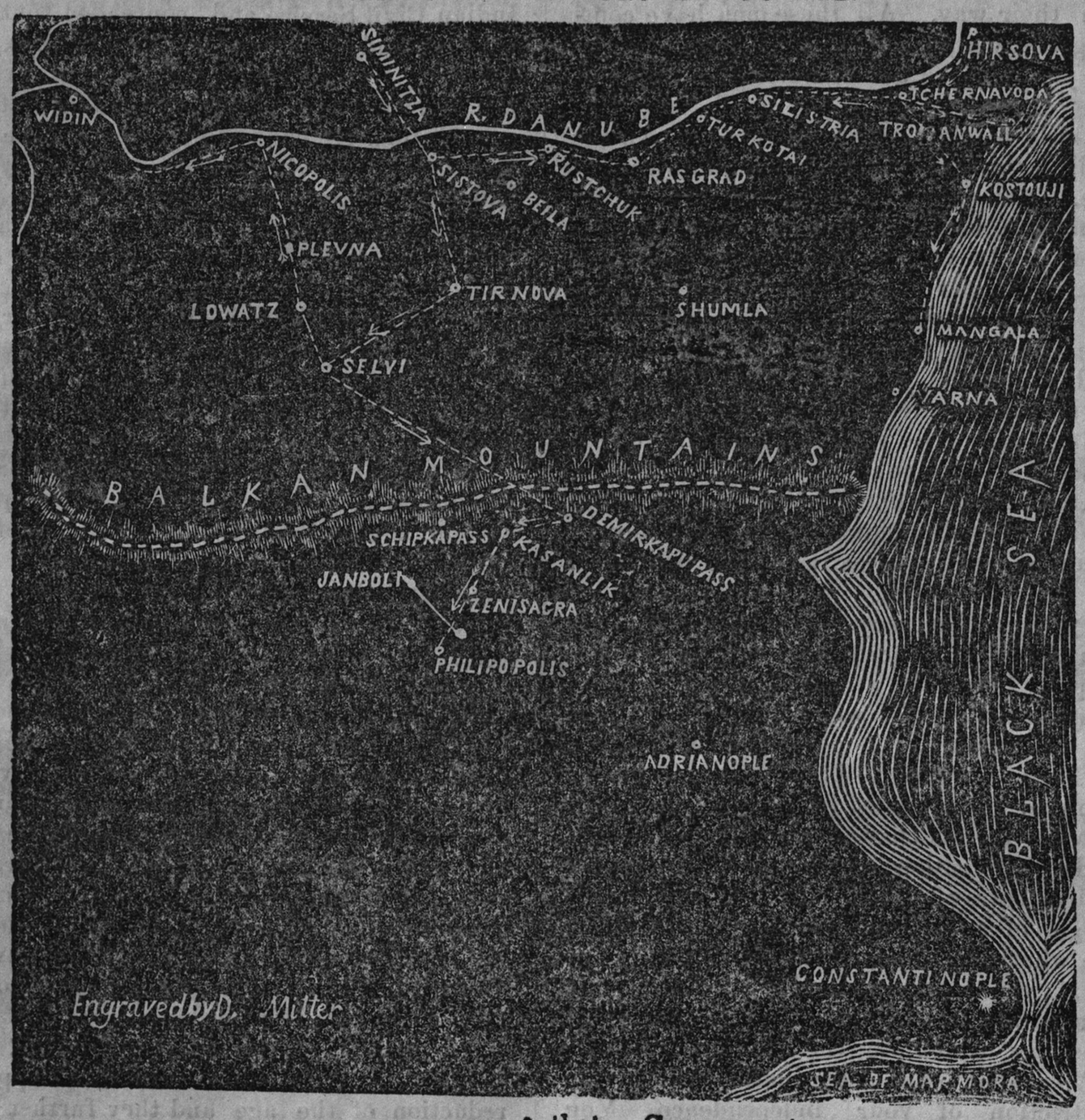

The sectional map we print above will, we hope, help our readers to form a clear idea of the theatre of war in Europe. The dotted lines indicate the several routes through which the Russians have advanced.

———ooo———

We sincerely congratulate Moulavi Abool Lative Khan Bahadoor on his appointment to the Northern Magistracy of Calcutta. We doubt not the selection will give general satisfaction.

———ooo———

The *Bengal Times* describes a hideous and frightful skeleton which marred the success of the Dacca Durbar. It says:—

Notwithstanding the fact that the Lieutenant-Governor is much beloved both by natives and Europeans, and notwithstanding the great success of the durbar as a whole, there was one hideous and frightful skeleton that did much to mark everything. That skeleton is the dishonorable and disgraceful fact that the Maharajah of the Garrow-Hills, who was the first to receive the *khillat* a descendant of one of the oldest and noblest families in the whole of by the British Government, who did the thing by coolly passing a bill in the Legislative Council which deprived the Rajah of the Garrow Hills, of his independence, and made him a feudatory of the British Crown. The indignation expressed by respectable natives regarding this act of injustice, after the durbar, would have made Englishmen's ears tingle if they could only have heard it. Natives are not such fools as to be deluded into thinking that a *khillut* is a sufficient compensation for the loss of territorial independence. And if we want to avoid having a small *Alabama* difficulty on our hands, we had better pay the Rajah for the loss of his independence by giving him the full price of the land that had become British territory in this underhand and disgraceful manner.

The Raja of the Garrow Hills is no other than the Moharaja of Soosung Doorgapore.

———ooo———

Heart-rending news comes from Madras. The following telegram will be read with painful interest all classes of the community :—

The following information has been obtained regarding the grain requirements: Mysore now demands a thousand tons a day, which is about enough to feed half of the population, five millions. In the Madras districts, Chingleput, Cuddapah, Bellary, Kurnool, Arcot, Coimbatore, Salem Nellore, it is considered likely to be as bad in Mysore: of their population is six millions, it is probable therefore that four to five thousand tons a day are required. estimated that Railway will clear twenty five thousand a week from Madras, Negapatam, Tuticorian and pore. The double line of Arconum will be finished in first week of August. Six more Engineers are on the from England when clearences will be slightly increased. astrous state of things is feared in Mysore where people reported dying in great numbers through the last ee weeks, the Railway has carried there other fifteen usand tons in Bellary. The registered mortality may over ten thousand. The weather reports are generally atisfactory even from Godavery and Ganjam.

write more with sorrow than anger that Government has failed in its endeavours to life. We cannot say whether all was done could be done under the circumstance, we know that the Government of India, its vast resources, undertook to save the lives s subjects and it failed to do it. We know er that England is the richest country in the d and India has contributed largely to render land rich, yet the lives of Her Majesty's subjects allowed to be sacrificed. We know again that Government was extremely anxious to save life and save money, but we do not know whether its extreme anxiety to save money has anything to do with this enormous loss of life. We are sure however of one thing. *Over-taxation does not pay in the long run.*

———ooo———

Sometime ago a letter reached us from Malda containing certain serious charges against the District Superintendent of Police of that District. On receiving that letter we sent to inquire about the truth or otherwise of the allegations. In the meantime the following letter was sent to us but we withheld its publication. We see, however, that the same letter has appeared in the *Statesman* :—

Sir,—Would that the Governor and the authorities at the head offices knew how things go on in the mofussil, and how some of the officials whom they have placed in charge of the districts to protect the life, liberty, and honour of the people sometimes abuse the power entrusted to them.

Towards the latter part of June last, a young girl aged about fourteen years, the wife of one Dakha Garri, of this town, was missing from her husband's house. Every search was made. Information was also given to the police-station, but no trace was found of her whereabouts, notwithstanding the strict search made by the husband and his friends in every part of the district. Rumour went about that she was concealed in the house of the District Superintendent of Police, Mr. James, and it was also reported that she had been seen going into, or coming out of, the bungalow of the above officer. This report came to the knowledge of the husband, who one night entered unobserved the compound of the District Superintendent, and stationed himself close to the bungalow. He says that when the night was a little advanced he saw his wife coming towards the sleeping-room of the District Superintendent, escorted by two elderly women, who left her in that apartment and returned to the place from which they had issued. After four or five hours, these women again entered the room, and brought his wife back and placed her in one of the outhouses.

Next morning the 12th instant, at 11 A.M., the husband filled a petition in the Magistrate's court, stating that he found his missing wife in the house of the District Superintendent the night before; praying him at the same time to go immediately, or depute some one to make enquiry into the matter. The Magistrate, after reading the petition, told the man to state on oath what he had to say; which he did. When the deposition was over, the magistrate simply dismissed him, saying that the matter would be taken under consideration *next day*, and that the deposition of the wife would be taken down as well. The next day came, but the magistrate made no further move in the matter. At about 2 P.M. on the 13th instant, a head-constable came to the husband with an order *from the District Superintendent*, not from the magistrate. He requested him to come along with him to search the house of the District Superintendent for his wife. But the husband knowing of course that his wife had been removed, refused to accompany the head constable.

Further particulars will follow hereafter.

S., M., & T.

The charges brought against the Superintendent are so serious, so incredible, and un-English that we are sure there is some mistake about it. None but a mad man could have done what it is alleged the Superintendent did, and we have yet to know that the gentleman in charge of the Malda Police is a lunatic.

———ooo———

In Asia Minor the Russians have sustained another severe defeat at Zaim and were compelled to fall back upon Gumri. In European Turkey, however, good fortune appears to have followed them everywhere. They have compelled the Turks to abandon Kustendi, Tchernavoda, and Mangalia in Dubrudsha. They have taken two difficult passes Demir Kapu and Schipka guarding the Balkan, and have occupied Zeni Saghra, Kasanlik, and Lowatz. They have also succeeded in interrupting the traffic on the Railway between Philopopolis and Adrianople. One remarkable fact however must strike every body. The Russians have no doubt overran the country from the Danube to the Balkan, but they have not as yet been able to take any of the important Turkish fortresses, and unless they drive the Turks from the principal lines of defence, their success is not worth much. The principal fortresses on the Danube are (1) Widden whose fortifications are in a pretty good state of repair, and it is one of the strongest towns in Turkey; (2) Nicopoli, occupying two steep hills, and is defended by irregular lines which are revetted, and have hurdle-faced earthen parapets; (3) Sistova, like Nicopoli, occupies two hills, which are divided by a deep valley; (4) Rustchuk, a fortress of the first order. It is situated on the right bank of the Danube which is both steep and rocky, at its conjunction with the river Loom, on an elevation raised thirty-five ... level of the river, and is surroun... ...d an earthen rampart, (5) Sil... ...gst the Turkish fortresses which ... of the Danube. It is a place ... Russian troops, for it was here ... force of 60,000 Russians in attem... down, was repulsed by Mussa Pach... ,000 men. With the exception of Nic... of these fortresses has been taken by the R...

In ... paratively level portion of the country which ... enes between the Danube and the Balkan ... ut sixty miles from and nearly parallel to the D...be, is the second line of defence. Of this Shumla may be considered the centre, with Pravadi and Varna at its right or eastern, and Tirnova at its other extremity. Varna is surrounded by walls, entered by six gates, and defended by an old castle, with massive towers, while Shumla which deservedly bears the Turkish epithet of "Gazi," or triumphant, could never be taken by the Russians though they attempted to take it in 1774, 1810, and lastly in 1828. All the places mentioned above will be found in the map we print this week.

———ooo———

AN APPEAL TO THE HIGH COURT JUDGES.—If Coote, Wellesley, Lake, and Clive succeeded in securing for the British nation a reputation for invincible valor, you the hon'ble Judges of the High Courts in India have done a greater service to your country. That service may not be appreciated by your own countrymen as it ought to be done, or as it is done by the people of India, but we can give you this assurance. If British valor, the latest improvements in military science, the greatest navy that the world has ever seen, sixty thousand British bayonets, a net work of railways, and the possession of all the strongest forts and strategical points in the country have secured the allegiance of two hundred millions of an alien race to the British nation; you have appealed to the higher nature of man to secure that end and succeeded more than you or your countrymen are aware. We honestly believe that it would be simply impossible to hold India by the means of brute force alone, and we hold this belief after an intimate acquaintance with the deepest feelings of our own countrymen. However, a simple arithmetical calculation will shew how weak your nation is in this Empire, and that the brute force it possesses is not sufficient to hold it.

The population of India is estimated at two hundred and fifty millions of soul, while the Power which holds India has an available force of fifty thousand men. From this it would appear that five thousand men of this country are kept under the thumb by one English soldier. Now we have the highest respect for British valor, organization, intelligence, and resources, but yet we fancy that one such Englishman to five thousand of our countrymen, weak as they are, is not a fair match. If five thousand ants were so inclined they could disable the strongest Patagonian in ten minutes. It would require four days and three nights to slaughter such a host, if the English soldier could work for so many hours incessantly and kill one man per minute. It is quite true that the natives of India will thus never rise enmasse, that they are divided in counsel, they are physically weak, and are devoid of those feelings which influence men to sacrifice themselves for the common weal But those who depend upon brute force only need not be too sure of that.

At one time the peasantry of Bengal rose enmasse against the indigo planters and proved how human nature would revolt against brute force of every description. The indigo planters held their own by the employment of brute force alone. The result was a combination amongst the peasantry to defend themselves. There was then no longer a divided counsel; Hindoos and Mussulmans banded together families with long-standing feuds forgot their animosities. There was then no longer that timidity which unfortunately characterizes a Bengali, but a spirit of patriotism and self-devotion which influenced thousands to sacrifice themselves for the common good. Would you believe it, hon'ble Sirs that thousands of ignorant and timid Bengalis

preferred the life of an Indian prisoner to sacrificing their principle.? When Lushington asked, to hundreds and thousands of ryots, incarcerated in the Krishnagore jail, whether they would continue to reside in the jail or sow some indigo, or whether they would not like to have their huts rebuilt for them which had been trampled under foot, or their families restored to them who had been wandering homeless and fasting. They in one voice declared that they would prefer to live in jail than sow indigo. What is possible in some districts of Bengal is possible in all parts of the Empire if the same cause is set to work.

Now what is the cause which rendered timid Bengali ryots bold enough to fight hand to hand with Government soldiers, with simply clubs in their hands? What rendered these ignorant men noble enough to sacrifice themselves for a principle? Only few weeks before they were apathetic, selfish, timid, and helpless. What effected this sudden and universal moral change over them? We shall cite here one every day instance which may clear the mystery. The villages of Bengal are generally infested by tigers and leopards in the cold season. These destructive animals cause a considerable havoc amongst the cattle [illegible] ts and sometimes carry away hu[illegible] llagers having no fire-arms look[illegible] time the destruction of their [illegible] dually a spirit of resistence aris[illegible] they suddenly find themselves in [illegible] ed together to destroy their comm[illegible] nated by the highest spirits. The ind[illegible] acted like tigers and leopards and thus [illegible] a combined resistence against them. Pr[illegible] itish India Government a tiger, a leopard [illegible] bber, and British India will one day rise e[illegible] destroy it, in spite of its fifty thousand [illegible] ets. It is simply because that the British [illegible] Government is not a robber that the peo[illegible] cannot be made to rise against it in a body.

If the statesmen who rule India depended only upon brute force to retain possession of the Empire, they would have lost it long ago. They depend, no doubt, partly upon brute force, but they also depend a great deal upon the good will of the people. How has this good will been secured? We enjoy a great many blessings under British rule, but unalloyed blessings very few. Of these great many blessings, many were not meant solely for us, but yet we could not be deprived of a share in them. The British Government has secured to us the inestimable blessings of peace; but peace has weakened us as a nation and made us effiminate. It has secured to us the blessings of education; but the spread of education has developed the resources of the Empire, and enabled England to exercise her influence even upon the villages of India. We have good roads, telegraphic wires, and railways; but without these no Empire now a days could be safe from foreign aggression, and no alien Government safe from internal rebellion. We do not mean to underrate the importance of these blessings, but blessings which carry along with them evils, and blessings which are secured to us by mere accident, are not those which can give rise to that sort of gratitude, which would induce a man to forget his nationality and surrender himself at the foot of an alien master.

It is to you that we owe a blessing which is absolutely pure and which was given to us solely for our benefit. Need you wonder then when we say that you have done as much for the maintainance of the Indian Empire as Wellesley and others did to conquer it? You alone have been able to impress upon the minds of the people of India that the British nation, in spite of its many defects, is inherently just. Without you what would have been our fate? Without you how would the people regard the British nations? Simply as a nation of shop-keepers who for money are capable of doing many ugly things, whose only spring of action being material loss or gain. Though aliens, we can safely place in your custody our lives and property, and such is the influence that you have gained over the hearts of millions of aliens by your character. Oppressed by wanton or unthinking Englishmen, we find in you a friend where we are sure to obtain justice, whether Hindoos or Mussalmans, poor or rich. Such is the proud position that you have attained and such is the good work that you have done for your nation and for humanity. When one, who is oppressed by a powerful man of your nation, finds that he is safe in your hands, that in your eyes there is no distinction between white and sable, he blesses you and the nation which gave you to us. When a man, persecuted by an omnipotent Government, hunted like a wild beast, at last finds that there is yet one power in India which is above Government, he is overpowered with gratitude, his wound is healed, and he looks upon your nation with veneration and awe.

All these you have done, and the result is that you find yourself disgraced. Our present rulers think that you are too good for India and too just and inflexible to be trusted with independence. There are good many reasons why you have offended the rulers of the land. There are some who think that a reign of law is not for the good of humanity, and they would force despotism even in England if they could. These men think that the experiment of subordinating you to the executive must be first tried in this fatherless and motherless country. There are others who think that a reign of law does not suit such a country as India, where the Government is necessirily despotic and which holds the country by brute force. There are others who are opposed to you on personal grounds. They cannot exercise their will as they like and you stand in their way. All these men have combined to disgrace you, and to wrest from you the powers that you enjoyed and exercised for the good of humanity.

We are utterly helpless, and can, like the Ameer of Cabul, only sympathise with you and do you no active service. But will you, my Lords, move in the matter and make a struggle to maintain the dignity of your position? It is true the matter has been settled in Parliament, or rather the matter was not settled at all. There was properly no debate whatever and the question was ôpened rather feebly. Your united protest may move the Parliament effectually; it will assuredly move the press and people of England. Are you going calmly to submit to the insult? Will you allow a great principle, of which you are the custodians, to be crushed before your eyes, without making an attempt to defend it? Or has despair seized you, as it has the people of India?

There is yet another way. If you are hopeless of relief, you can at least sacrifice yourself for the great principle. There is a race of Nagas in India whose profession is to escort passengers safely from one station to another. A passenger who trusts himself to such an escort is almost absolutely safe from robbers. If attacked by robbers, the Naga will fight bravely for his charge and will not desert his post. He will rather allow himself to be cut into pieces than betray his charge. You my Lords are in charge of a sacred principle. It is now for you to judge whether you ought to fight for it or betray it. If you cannot defend your charge you can at least sacrifice yourself. You, with the honorable feelings, which are the guiding principles of your life, cannot administer justice under the present restriction of your independence. You can leave this alternative to Lord Salisbury, either to give you that independence which is possessed by the Judges of England and other civilized countries and is essential for the proper discharge of your important duties, or to accept your resignation.

——ooo——

For the Benefit of India.—Many things are done for the benefit of India, the advantage of which the Indians themselves do not appreciate. Indeed the fashion is to hold India responsible for all the sins committed in her name by her rulers. An Exhibition is proposed in England and pecuniary help asked from the India government to carry out the proposal. The aid is asked as the Exhibition is for the benefit of India. A College is established in that country to train Engineers to serve in India. We are made to pay the expences, and why, because, the College is—for the benefit of India. It is needless to multiply instances of this sort; for every act done in connection with this country is done for the so-called benefit of India, whether it be the annexation of a Province or the demolition of the rights of the people. The other day Lord George Hamilton laid hold of this usual plea to silence some members of Parliament who had raised a disagreeable question. We shall narrate the events, for they may amuse our readers.

England is at present in the disagreeable position of a man with many wives and mistresses. Such a man cannot please all, especially if he has a favorite among them. The rulers of England govern many nations and it is impossible for them to give equal satisfaction to all. Then it is but natural that the rulers should pay greater attention to the interest of the paramount country to those of the other dependencies. The other countries which owe allegiance to the English nation are like mistresses to them, which it keeps for its pleasure, though that cannot be said of Scotland and Ireland. Seventy five years ago, Ireland also was in the position of a mistress, but being very quarrelsome, she established her right by teasing her lord constantly. Ireland and Scotland have therefore legal rights which the other subordinate nations do not possess; and the rulers of England oftentimes find themselves in awkward position when they attempt to shew any special favor to the paramount country. It is all very well to rob India and divide the spoil among the three united countries; but it is not so safe to keep the spoil for the special benefit of the paramount country.

The privilege of enjoying the loaves and fishes of the Indian Empire belong to the English, the Scotch, and the Irish. The Indians themselves wanted a share, but they were kept out of it by various devices. In this conspiracy the Scotch took the greatest interest. The Indians yet persisted and the band of three nations resolved to adopt decisive and energetic measures to close the doors against them by adamantine walls. But Lord Salisbury, who is now the wisest man in England, wanted to take this opportunity to make a fool of the other two nations. He consoled all Englishmen, Scotchmen, and Irishmen by reducing the maximum age of 21 for Civil Service candidates to 19. This practically debarred the Indians from competing for the service. So far so good. But when the scheme was matured and the proposition carried out, the other two nations made an important discovery. They found after the proposition was carried out, that the scheme was calculated not only to debar the people of India, but those of Scotland and Ireland too.

Dr. Playfair called attention in Parliamen[illegible] to the new regulations in regard to candidates for the Indian Civil Service and contended that they practically excluded the Scotch Universities, the Queen's Colleges, Ireland, &c., &., after from participation in the preparation of candidates either before or after competition. He enquired: "Why did the Noble Lord (Lord Salisbuury) interfere with a system which had worked so admirably, and with which every body was satisfied, and make new regulations which would practically shut out the *whole of Ireland and Scotland, from future participation in the administration of India?*" The Doctor further said that "under the new regulations, therefore, the poor of Scotland and Ireland would be shut out from the Indian Civil Service in order that the wealthier classes of England might benefit."

In the opinion of this gentleman Lord Salisbury acted very arbitrarily in interfering with the existing system, and he did it with the object of benefitting the Oxford University of which His Lordship is the Chancellor. Out of 110 persons in India to whom the question of age had been submitted by Lord Salisbury, ninety-five reported against the change and only fifteen reported in its favor. The Secretary however took no notice of the opinion of the ninety-five but adopted that of the fifteen, because the latter favored his own view of the matter. Why under the circumstance he was anxious to get at the opinions of the one hundred and ten is not at all clear. His Lordship further inquired of the opinions of the ten Universities of great Britain and Ireland. Only Oxford, of which he is Chancellor, gave an opinion favorable to his view, while other universities gave no opinion at all. From this His Lordship said that the Universities were in favor of the scheme! The Civil Service Commissioners were also opposed to the reduction of the age and they further declared that the present system was working admirably. Thus Lord Salisbury had carried his scheme in spite of the opposition of all who had any right to speak on the subject.

Probably the matter would have never been mentioned in Parliament, had the scheme not "practically shut out the whole of Ireland and Scotland from future participation in the administration of India." But it did not give rise to much deba[illegible] No question, however serious, can now dist[illegible] the equanimity of the august body except one [illegible] nected with party interest. Messrs Lowe [illegible] Forster, Captain Nolan and Sir D. Dilke joined the controversy, but the subject was then dropp[illegible] after what Lord George Hamilton had said. Lo[illegible] George Hamilton said that he protested against the insinuation that Lord Salisbury was guided by any but very good motives in effecting this change. What that good motive was Lord George Hamilton distinctly stated. He said that he protested against the imputation of such motives, and declared that "all that Lord Salisbury had considered was what was *for the benefit of India.*" So it was for the benefit of India, that candidates from Scotland, Ireland, and India were practically debarred from competing in the examination. It was also for the benefit of India that the fat employments of this country were made over for the exclusive advantage of the wealthier classes of England!

Thus for the benefit of India Lord Salisbury took upon himself the disagreeable duty of introducing a reform in spite of almost universal opposition. But while his Lordship was thus benefitting India, the people of India are trying their best to oppose him! This is a curious and unexpected result, which is not however of rare occurrence in this ungrateful world. One thing however is certain. The advantages of forcing a benefit are not always sure and clear, and therefore we think that benefits should be forced only on extreme occasions. [illegible] quite true that a man possessing exuberance [illegible] philanthropy and sufficient means to exercise it, is not easily deterred from forcing his benefactions upon unwilling recipients; but human nature [illegible] volts against force of every kind, and even a ba[illegible] would not swallow milk if forced down its thro[illegible] This reduction of age, which was only for the ben[illegible] fit of India as Lord Goerge Hamilton says, has m[illegible] with greater opposition in India than most ot[illegible] questions, and created a wide-spread and deep d[illegible] content. The Mussalmans who preached th[illegible] gospel with a Koran in one hand and a sword [illegible] the other, were no doubt influenced by an exuberen[illegible] of philanthrophy, but they were not liked by tho[illegible] to whom they forced their benefactions. We tr[illegible] our rulers will use their philanthropy rather [illegible] ringly.

Those in India who are agitating the Civil [illegible] vice question will see in what way they can [illegible] themselves heard. They can calculate upon [illegible] sympathy of most of the Scotch and Irish m[illegible] bers of Parliament. Common interest may ind[illegible] the members of these two countries to take [illegible] with the people of India. It is to such men [illegible] they should appeal before submitting their peti[illegible] to Parliament.

——ooo——

রুশিয়রা কিরূপে ড্যানিউব অতিক্রম করে তাহারা সম্পূর্ণ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এক খানি ইংরেজী সংবাদ পত্রের লণ্ডস্থ সম্বাদ দাতা ইহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

২২শে জুনে রুশেরা ড্যানিউব পার হইতে আরম্ভ করে। তুর্কিরা অনুমান করে গ্যারিজিভি এবং তুর্ণমাগুবিলা নামক স্থানের মধ্যে কোন স্থান দিয়া রুশেরা ড্যানিউব পার হইবার যত্ন করিবে এবং তাহারা এইরূপ অনুমান করিয়া রষ্টচক এবং নিকোপোলিসে সমুদয় সৈন্য দল সংগ্রহ করে। সিলিষ্ট্রিয়ার দিকে তাহাদের সৈন্য সংখ্যা ক্রমে কম হইয়া যায় এবং উব্রুডসাও তাহারা একেবারে সৈন্যশূন্য অবস্থায় রাখিয়া দেয়। তুর্করা স্বপ্নেও কখন চিন্তা করেনা যে রুশেরা গালটজের নিকট ড্যানিউব পার হইবে। পার হইবার ৪ দিন পূর্ব্বে তাহারা স্থানে স্থানে সেতু নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। মেচিন হইতে তুর্কিরা ইহা দেখিতে পায় কিন্তু ইহা লক্ষ্য করেনা। তাহাদের এই রূপ ঔদাস্য দেখিয়া রুশেরা ড্যানিউব পার হইয়া দুই পার হইতে এই সেতু নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। ইহা দেখিয়াও তুর্কিরা কিছু মাত্র বলেনা। রুশেরা নদী পার হইবার নিমিত্ত সেতু নির্ম্মান করেনা, তাহারা ইহা দ্বারা বিপক্ষকে ছলনা করিবার যত্ন করে, এবং তুর্করা রুশদিগের চাতুরিতে পতিত হয়। তুর্করা মনে মনে স্থির করে যে সেতু দ্বারা রুশেরা যে পার হইবে আর অমনি সহসা আক্রমণ করিয়া তাহারা তাহাদিগকে ধ্বংশ করিবে। তাহারা এই উদ্দেশে গোপনে যুদ্ধ সজ্জায় অপেক্ষা করে। এদিকে রুশেরা শত্রুকে অন্যমনস্ক করিয়া সেতু দ্বারা পার না হইয়া নৌকা যোগে পার হয়। এইরূপে রুশেরা ছয়টী কামান ও ৫।৬ হাজার সৈন্য পার করে। তাহারা পার হইলে ৩ হাজার তুর্ক পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহী ৪টী কামান লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তুর্করা অদ্বিতীয় বীরত্বের সঙ্গে শত্রুকে আক্রমণ করে কিন্তু পরিণামে [illegible]রা পরাজয় স্বীকার করিয়া মেচিন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। রুশেরা শত্রুকে পরাজয় করিয়া নির্বিঘ্নে ৫০ হাজার সৈন্য উব্রুডসায় উপস্থিত করে।

———

বাজোর নামক স্থানের খাঁরা সম্প্রতি আমিরের আহ্বান অনুসারে কাবুলে উপস্থিত হন। আমির তাহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেককে ছয় হাজার টাকা ও কতক খেলাত উপহার প্রদান করেন ও তাহাদিগকে বলেন যে প্রতি বৎসর আমির তাহাদিগকে এই রূপ খেলাত ও উপহার প্রদান করিবেন। আমির ইহাদিগকে এক শত বন্দুক উপহার দেন, কিন্তু ইহারা বলেন যে ইহাদের প্রচুর বন্দুক আছে। আমির এক দল গোলন্দাজ এবং দুই রেজিমণ্ট সৈন্য বাজোরে প্রেরণ করিতেছেন। এই রূপ রাষ্ট্র আমিরের আজ্ঞা অনুসারে হিরাতের হোসেন আলিখাঁ এবং অন্যান্য কয়েক জন খাঁ ৪০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। আমির প্রস্তাব করেন যে, কাবুলের জন কয়েক প্রধান লোক যদি এইরূপ মাতবর্বর থাকেন যে, ইয়াকুব খাঁ কারাগার হইতে মুক্ত হইলে তাঁহার অনভিপ্রেত কোন কার্য্য করিবেননা তাহা হইলে তিনি ইয়াকুব খাঁকে কারামুক্ত করিতে সম্মত আছেন, কিন্তু ইয়াকুব খাঁ কাহার মাতব্বরিতে কারামুক্ত হইতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি ইংরাজদিগের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতেও অসম্মত হইয়াছেন। তাহার বিবেচনায় আমির ইংরাজদিগের সঙ্গে বিবাদ করিয়া সুবোধের কাজ করিতেছেন না। আমির তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন যে, তাহারা প্রতি নিয়ত তাঁহাকে [illegible]দ্ধি জ্ঞাপন করে। বোখারার আমীরের জিজ্ঞাসা মতে তিনি তাহাকে লিখিয়াছেন যে, ইংরাজেরা খেলাতে প্রবেশ করাতে এবং তাহাদের কান্দাহার ও খোরাসান অধিকার করার উদ্যোগ করাতে, তাঁহার সঙ্গে ইংরাজদের মনান্তর হইয়াছে।

———

গত সপ্তাহে মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের কোন কোন স্থান ভিন্ন আর সর্ব্বত্র হইতে শস্যের অবস্থা সম্বন্ধে শুভ সম্বাদ আসিয়াছে, ত্রিহুত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু মান্দ্রাজের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ভীত হইয়া কলিকাতা, ব্রহ্মদেশ এবং উত্তর কুল হইতে মান্দ্রাজে শস্য আমদানি করিবার জন্যে ৩0 খানি বাষ্পীয় তরী এবং ৩০ খানি পাইলের জাহাজ নিযুক্ত করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের মধ্যে শোলাপুর প্রভৃতি স্থানের অবস্থা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ভীত হইয়াছেন। ইংলিশম্যান তারে যেরূপ সম্বাদ পাইয়াছেন তাহাতে মহীশূরের অবস্থা এখনই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে এবং সেখানে অন্ন কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত প্রতি দিন গবর্ণমেণ্টের এক হাজার টন চাউলের প্রয়োজন। মান্দ্রাজে কয়েকটী জেলায় অন্ন কষ্ট ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে এবং এই রূপ অনুমিত হইতেছে যে মান্দ্রাজের অন্ন কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত প্রতি দিন ৪।৫ হাজার টন চাউলের প্রয়োজন হইবে। দুর্ভিক্ষের এই কেবল আরম্ভ, ইহার পর (জগদীশ্বর না করেন) এ সমুদয় স্থানের অবস্থা ক্রমে যখন শোচনীয় হইবে, তখন প্রতি দিন ৬ হাজার টন চাউলে চলিবেনা। ইহার দ্বিগুণ চাউলের প্রয়োজন হইবে। ফল যদি ছয় হাজার টনের অধিক চাউলের প্রয়োজন না হয়, এবং অম্লান ছয় টন গবর্ণমেণ্টের এই ব্যয় বহন করিতে হয় তাহা হইলেও সর্ব্বনাশ। প্রতি টনে ২৭মন।

———

রুশিয়রা আরমেনিয়াতে ক্রমে পরাজিত হইতেছেন, কিন্তু ইউরোপীয় তুর্কীতে তাহাদের জয় দেখিয়া অনেকে অবাক হইয়াছেন। অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে তাহারা এ বৎসর ড্যানিউব নদী পার হইতে পারিবেন না, কিন্তু তাহারা ড্যানিউব পার হইতে না হইতে দুর্গম বলকান পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া তুর্কীরা ভীত হইয়াছেন। তাহারা বিপদ দেখিয়া মিধাত পাশাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে জাহাজ পাঠাইয়াছেন। মিধাত পাশাকে যদি ইতিপূর্ব্বে তাহারা আনয়ন করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাহাদের এ বিপদ উপস্থিত হইত না। তুর্কীরা সর্ব্বত্র অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু বিশৃঙ্খলা নিববন্ধন তাহারা শত্রুহস্তে পতিত হইতেছে। মিধাত পাশা থাকিলে বোধ হয় এরূপ বিশৃঙ্খলা হইত না। রুশ যত অগ্রসর হইতেছে, ইংরাজদের তত ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। তাহারা ভূমধ্য মহাসাগরে ক্রমে দুই এক খানি রণতরী পাঠাইতেছেন এবং সেখানে ক্রমে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন। এই রূপ রাষ্ট্র ইটালি গবর্ণমেণ্ট রুশিয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন এবং যদি ইংরাজদের রণতরী ডার্ডেনেলিসে প্রবেশ করে তাহা হইলে ইটালির রণতরী তাহাদিগকে বাধা দিবে।

———

“ কাবুলের আমির রাত্রি দিন সৈন্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত রহিয়াছেন। আমির তাহার অধীনস্থ দুই জন গবর্ণরকে ১৮ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিবার আদেশ দিয়াছেন। সম্প্রতি কাবুলে যে সমুদয় সৈন্য সংগৃহীত হয় আমীর তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার মধ্য হইতে বাছিয়া২ দুই হাজার সৈন্য জেনারেল হাইদার খাঁর অধীনে কান্দাহারে গমন করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমির সম্প্রতি রুশ গবর্ণমেণ্ট হইতে আর দুই খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন যে পেশোয়ার হইতে কোন মতে কাহাকে কাবুলে প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয় এব যে কোন আফগান কাবুল হইতে ব্রিটীশ অধিকারে গমন করিবে তাহার উত্তম করিয়া যেন তলাশি লওয়া হয়। আমির তাহার এক পুত্রের সঙ্গে সোয়াতের আখন্দের কন্যার বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করেন আখন্দ তাহাতে অসম্মত হইয়াছেন।

———

পোষ্টাফিশের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সম্প্রতি কয়েকটী সুনিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এখন পাকেট বাঙ্গির মাসুল ৪০ তোলা পর্য্যন্ত দুই আনা এবং ইহার উপর যত ৪০ তোলা অথবা তাহার কোন অংশ হইবে তাহার অতিরিক্ত দুই আনা মাসুল দিতে হইবে। পার্সেলের মাসুল ৪০ তোলা পর্য্যন্ত আট আনা এবং ইহার উপর যত ৪০ তোলা অথবা তাহার যে কোন অংশ হউক তাহার নিমিত্ত আর অতিরিক্ত চারি আনা মাসুল লাগিবে। পূর্ব্ব অপেক্ষা এই নিয়মে অনেক মাসুল কমিয়াছে। ইহারা দ্বিতীয় নিয়ম করিয়াছেন যে, রেজিষ্টরি পত্রে অতিরিক্ত এক আনা মাসুল দিলে রেজিষ্টরি পত্র প্রেরক যাহার নিকট পত্র পাঠাইবেন, পোষ্টাল বিভাগ তাহার নিকট হইতে রসিদ আনাইয়া প্রেরককে দিবেন। আবার পূর্ব্বের ন্যায় পত্রের কি সংবাদ পত্রের রিডাইরেক্ট মাসুল আগামী জানুয়ারি মাস হইতে লাগিবেনা।

সংবাদ।

—গত মেলে সম্বাদ আসিয়াছে যে ২৩ ও ২৪শে জুনে রুশেরা বটম আক্রমণ করে কিন্তু তুর্কীদের কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়। তুর্কী জেনারেল মুক্তারপাশা ক্রমাগত জয়ী হইতেছেন। দেলিবাবার যে পথ রুশেরা ক্রমাগত ৩৩ ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়া অধিকার করে তাহা হইতে রুশেরা বিতাড়িত হইয়াছে। রুশেরা কারসেও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহারা এখন বুঝিয়াছে যে আর্ম্মিনীয়াতে জয় লাভ করা তাহাদের পক্ষে তত সহজ হইবে না।

—অষ্ট্রিয়ার ভয় পাছে সার্ব্বিয়ারা বর্ত্তমান যুদ্ধের উত্তেজনায় আবার অস্ত্রধারণ করে। ইহারা যুদ্ধ আরম্ভ করিলে অষ্ট্রিয়ারও যুদ্ধে বিলিপ্ত হইতে হইবে। তাহা হইলে রুশিয়ার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার বিবাদ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। এই বিবাদ যাহাতে না হয় রুশ সম্রাট প্রাণপণে তাহার যত্ন করিতেছেন। পাছে রোমানিয়দের দেখা দেখি সার্ব্বিয়াবাসিরা অস্ত্রধারণ করে এই নিমিত্ত রুশ সম্রাট নাকি রোমানিয় সৈন্যদলকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে বলিয়াছেন। আবার সর্ব্বিয়ার রাজা প্লাইসটীতে উপস্থিত হইয়া রুস সম্রাটের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রুশ সম্রাট ইহা বারণ করিয়া পাঠান এবং সার্ব্বিয়দিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার নিমিত্ত তিনি বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন।

—কারসের গবর্ণর প্রকাশ করিয়াছেন যে রুশিয় সৈন্যেরা কাঝো নামক গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া তথাকার স্ত্রী ও বালক বালিকাদিগকে উলঙ্গ করিয়া কারসে তাড়াইয়া দেয়। আরজরুমের গবর্ণর লিখিয়াছেন যে, রুশ সৈন্য যে স্থান দিয়া গমন করিতেছে সেখানকার লোকের উপর তাহারা নানাবিধ উৎপীড়ন করিতেছে। বিশেষতঃ স্ত্রী ও বালক বালিকার উপর তাহাদের নিষ্ঠুরতার সীমা রহিতেছে না।

—আমরা অন্যত্র একটী প্লিহ বিদীর্ণের কথা লিখিয়াছি। আবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এক জন ইনস্পেক্টর কর্ত্তৃক আর একটী প্লিহা বিদীর্ণ হইয়াছে। ইনি এক জনকে প্রহার করেন এবং প্রহার প্রাপ্ত হইবার চারি দিন পর এই ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং প্রহার করার চারি দিন পরে নাকি ইহার প্লিহা ফাটিয়া যায়। অনেক আশা করিয় ছিলেন যে ফুলার সাহেবের মকর্দ্দমা হওয়ার পর এদেশে ইংরাজেরা আর এদেশীয়দিগের প্রতি পশুর ন্যায় ব্যবহার করিবেন না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ফুলার সাহেবের মকর্দ্দমা হওয়ার পর যেন এদেশে প্লিহা অধিক বিদীর্ণ হইতেছে।

সুতরাং লর্ড লিটন ফুলার সাহেবের মকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করিয়া এদেশীয় ইংরাজ কর্ত্তৃক নর হত্যা নিবারণ করিতে পারেন নাই; ইহা বৃদ্ধি হইয়াছে কিনা তাহা বলা যায় না। ফল লর্ড লিটনের কার্য্য দ্বারা হাইকোর্টের যে ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়াছে তাহার কোন ভুল নাই।

—সম্প্রতি আবেট নামক এক জন সাহেব তাহার মালিকে যষ্টির দ্বারা প্রহার করে। মালি মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিস করে এবং মাজিষ্ট্রেট আবট সাহেবকে ৩ টাকা জরিমানা করেন। ষ্টেটসম্যান উপহাস করিয়া লিখিয়াছেন, ভাগ্যে মালির মৃত্যু হইয়া ছিল না, কারণ ইহার মৃত্যু হইলে আবট সাহেব বিপদে পড়িতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মালির মৃত্যু না হওয়াতে আবট সাহেবের ৩ টাকা জরিমানা হইল, ইহার মৃত্যু হইলে হয়ত সাহেব নিরপরাধে খালাস পাইতেন।

—মৌলবি সোয়েদ মরুদ্দিন আহমদ এবং মৌলবি লাল ফার রহমান বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত ইংলণ্ড গমন করিতেছেন। ইহারা সেন্টযেবিয়ারস্ কালেজে পড়িতেন এবং মাহামুদেন লিটারেরি সভার সভ্য। লিটারেরি সভার উদ্যোগে ইহারা বিলাত গমন করিতেছেন। এই সভা কর্ত্তৃক এই দুই জন দিয়া ছয় জন মুসলমান বিলাতে প্রেরিত হইলেন।

—ইউরোপের বর্ত্তমান যুদ্ধে কেবল ইউরোপীয় সম্রাটগণ যুদ্ধ সংক্রান্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছেন না, আমাদের ব্রহ্মদেশের রাজাও ইহা অতি মনোনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেছেন। এই যুদ্ধে রুশেরা প্রথম টর্পিডো ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরাজদিগের বল ভরসা রণতরী এবং টর্পিডো জলযুদ্ধের যম। তুর্কীদিগের এরূপ দুরবস্থার কারণ অনেক অংশে টর্পিডো। তুর্কীরা যদি ড্যানিউব নদীতে অবলীলাক্রমে রণতরী লইয়া বেড়াইতে পারিতেন তাহা হইলে রুশেরা এত শীঘ্র ড্যানিউব পার হইতে পারিতেন না। ইংরাজেরা টর্পিডো দেখিয়া ভীত হইয়াছেন এবং কিরূপে এই সাংঘাতিক যন্ত্র হইতে রণতরী রক্ষা করা যায় তাহার উপায় দেখিতেছেন। ব্রহ্মদেশের রাজা এই টর্পিডো দ্বারা মান্দালানগর রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। শত্রুর রণতরী রাজধানী আক্রমণ করিতে না পারে এই নিমিত্ত তিনি যে জল পথে নগরে উপস্থিত হইতে হয় তাহাতে টর্পিডো রাখিবেন এই রূপ মনন করিতেছেন।

—মান্দ্রাজে জানুয়ারি হইতে জুন এই ছয়মাসে পঁচিশ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মান্দ্রাজে আবার দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা। বিধাতা না করুন কিন্তু যদি মান্দ্রাজে এবার আবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের এই খণ্ড হয়ত জনশূন্য হইবে। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে এবার অন্নকষ্টের নিমিত্ত যত লোক মরিয়াছে সে বৎসর উড়িষ্যাতে ইহা অপেক্ষা অনেক কম লোক মরে। সে বৎসর লেফটেনেন্ট গবর্ণরের অনবধানতায় তথায় লোক মরে, এবং এ বৎসর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা জানিয়া শুনিয়া মান্দ্রাজ ও বোম্বাইবাসীদের প্রতি তাচ্ছিল্য করেন, অথচ সেবার পার্লিয়ামেণ্টে ইহা লইয়া এরূপ তুমুল হয় যে বিডেন সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, কিন্তু এবার দুর্ভিক্ষ লইয়া পার্লিয়ামেণ্টে একটী কথাও উঠিল না। মুসলমানের রাজ্য ভারতবর্ষে যত পুরাতন হয় তত ভারতবর্ষবাসীদের আধিপত্যের বৃদ্ধি হয়, তাহাদের সুখ সমৃদ্ধি বাড়ে, কিন্তু ইংরাজদের রাজ্য যত পুরাতন হইতেছে তত তাহারা আমাদিগকে কঠোর শাসনাধীনে আনিতেছেন, আমাদের প্রতি তাহারা তত তাচ্ছিল্য করিতেছেন। এক জন আমাদের উন্নতি দেখিয়া আনন্দিত হন এবং রাজ্যের অনেক গুরুতর ভার আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া সুখবিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতে যত্ন করেন, আর একজন আমাদের উন্নতি দেখিয়া ক্রমেই ভীত হইতেছেন, পাছে তাহারা শেষে আমাদের হস্তে রাজ্য ভার দিতে বাধ্য হন।

—ক্রিমিয়া হইতে অনেক মুসলমান গোপনে আরদেহান এবং কনেষ্টেণ্টিনোপোলে গমন করিতেছে। রুশ গবর্ণমেণ্ট অনেক যত্ন করিয়াও ইহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না।

—মক্কার প্রধান সেরিফ আবদুল্লা বিনউনের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতা হোসেন পাশা তাঁহার পদে নিযুক্ত হইতেছেন। হোসেনপাশা আপাততঃ কনেষ্টেণ্টিনোপোলে অবস্থিতি করিতেছেন।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে আরদেহানে রুশেরা আর্ম্মেনীয় স্ত্রী ও পুরুষদের উপর পশুর ন্যায় ব্যবহার করে। রুশ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত অনেক গুলি সৈন্য গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছেন।

—লালপুরের নারোজখাঁর সহসা মৃত্যু হওয়াতে নানা জনে ইহার মৃত্যুর নানা কারণ কহিতেছেন। অনেকে আমিরের প্রতিও ইঙ্গিতের দোষারোপ করিতেছে।

—যেখানে মুসলমান আছে সুলতান সেই খানেই সাহাযের নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিতেছেন। তিনি টিউনিসের বের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠান। বে বলিয়াছেন যে তিনি সৈন্য সামন্ত দ্বারা সুলতানের সাহায্য করিতে পারিবেন না, তিনি অর্থ সাহায্যের যত্ন করিবেন। সুলতান মোরক্কর সম্রাটের নিকটও লোক প্রেরণ করিয়াছেন, মরোক্কো সম্রাট সমাদরে সুলতানের প্রেরিত দূত গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এখনও কোন উত্তর প্রদান করেন নাই।

—গবর্ণর জেনারেল সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, সরকারি কার্য্যের নিমিত্ত মফস্বলে গমন করিলে রাজকর্ম্মচারিরা এখন যেরূপ হলটিং পান অর্থাৎ মফস্বলের কোন স্থানে অবস্থিতি করিয়া কাজ কর্ম্ম করিলেও কিয়ৎ পরিমাণে পাথেয় পান, তাহা তাহারা আর পাইবেন না। তবে যদি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিশেষ কোন কারণ দর্শাইয়া অনুরোধ করেন তাহা হইলে তাহারা পাথেয় পাইবেন, কিন্তু দশ দিনের অধিক কাল যদি কেহ এক স্থানে থাকেন তাহা হইলে তিনি কেবল দশ দিনের হলটিং পাইবেন। তাহার অতিরিক্ত কালের নিমিত্ত কিছু পাইবেন না।

—আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে বস্ত্রের রপ্তানি দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে বলা যায় না মাঞ্চেষ্টরবাসীদের পরিণামে কি হয়। গত বৎসর এপ্রেল মাসে আমেরিকা হইতে যে কাপড় আসে তাহা অপেক্ষা শতকরা ৩৫ টাকার অধিক কাপড় বর্ত্তমান বৎসরের এপ্রেল মাসে আমদানি হইয়াছে। ইংলিশম্যান এই সম্বাদটী প্রকাশ করিয়া মাঞ্চেষ্টরবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে তাহারা যেন শুল্ক উঠাইয়া দিয়া ভারতবর্ষের বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগকে খর্ব্ব করিবেন কিন্তু আমেরিকাবাসীদের কি করিবেন স্থির করিয়াছেন? যত দিন ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের অধীন আছে তত দিন মাঞ্চেষ্টরবাসীদের ভয় কি? ইংলণ্ডে তাহাদের বস্ত্র বিক্রয় না হয় এখানে উহা বিক্রয় হইবে। যে গবর্ণমেণ্ট এখন বস্ত্রের শুল্ক উঠানের প্রস্তাব করিতেছেন সেই গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করিলে মাঞ্চেষ্টরবাসীদের কিসের দুঃখ থাকিবে? তাহারা নিয়ম করিলেই পারিবেন যে বিলাতি বস্ত্র ভিন্ন দেশী বস্ত্র ভারতবর্ষবাসীরা পরিধান করিতে পারিবে না এবং যে আইন অনুসারে তাহারা লবণের একচেটিয়া করিয়াছেন সেই আইন অনুসারে মাঞ্চেষ্টরবাসীরা এদেশে বস্ত্রের একচেটিয়া করিতে পারিবেন।

—বোখারায় রুশদিগের এরূপ আধিপত্য অথবা বোখারার আমির রুশদিগকে এত ভয় করেন যে কোন রুশ তাঁহার প্রজাকে হত্যা করিলেও তিনি তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিতে সাহস করেন না। এইরূপ রাষ্ট্র কাবুলে রুশদিগের আধিপত্য হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে রাষ্ট্র হয় চিন দেশেও তাহাদের আধিপত্য আছে। বোখারাতেও তাহাদের আধিপত্যের কথা শুনা যাইতেছে। আবার পারস্যের সাহা তাহাদের বন্ধু, সুতরাং এ সমুদয় কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আসিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষ ছাড়া আর সমুদয় স্থানে তাহারা আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন।

—পোলাণ্ড হইতে তুর্ক সৈন্যদলে ক্রমাগত সৈন্য আগমন করিতেছে। ড্যানিউবনদীর তীরে তুর্কদের যে সৈন্য দল আছে সম্প্রতি সেখানে দুই হাজার পোলাণ্ডবাসী যোগ দিয়াছে।

—ইংলণ্ডে সম্প্রতি একটী খনি বিদীর্ণ হইয়া বিস্তর লোকের প্রাণ নষ্ট হয়। এই দুর্ঘটনাতে যে সমুদয় বালক বালিকা ও রমণীরা সর্ব্বস্বান্ত হয় তাহাদের সাহায্যার্থে বর্দ্ধমানের মহারাজা দুই হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এই দুর্ঘটনার সময় যাহারা বীরত্ব প্রকাশ করে মহারাজা তাহাদিগকেও দুই হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন।

—সুলতান স্বদলে আনিবার নিমিত্ত স্বহস্তে পারস্যের সাহাকে পত্র লিখেন। সাহার রাজবিচারালয়ে ইংরাজ প্রতিনিধি টমসন্ সাহেবও ইহার নি[illegible] বিস্তর যত্ন করেন, কিন্তু রুশিয়ার চক্রান্তে ইহাদের যত্ন বিফল হইয়াছে।

—সম্প্রতি দিল্লীর দুর্গস্থ হাঁসপাতালে একটী শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। হাঁসপাতালস্থ একজন গোরা রোগী রাত্রে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বারান্দায় গমন করে, সেখানে গিয়া দেখে পাখাটানা কুলি নিদ্রা যাইতেছে। গোরা ইহাতে বিরক্ত হইয়া কুলিকে পদাঘাত করে এবং কুলির ইহাতে প্রাণত্যাগ [illegible] ইংরাজদের শাস্ত্র অনুসারে এরূপ মৃত্যু অর্থাৎ যেখানে সাহেব কর্ত্তৃক এদেশীয়ের প্রাণত্যাগ হয় সেখানে তাহার প্লিহা বিদীর্ণ হইয়া মৃত্যু হয়। এরূপ স্থানে হত্যাকারীর উর্দ্ধ সংখ্যা কিছু অর্থদণ্ড অথবা অর্থ দণ্ড না দিতে পারিলে দুই এক দিনের নিমিত্ত কারাগারে অবস্থিতি করিতে হয়, এবং বিশেষ প্রমাণ না পাইলেও হত্যাকারীর প্রতি এরূপ দণ্ড হয় না।

—তুর্কির সুলতানের পূর্ব্ব হইতেই অর্থের অনাটন ছিল, তাহার পর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধে যে কত অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহার সীমা নাই। এবং এই ব্যয় সকুলানার্থে তুর্ক গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারী যত দিন যুদ্ধ থাকিবে তত দিন শত করা ৪০ টাকা কম বেতন পাইবেন।

—রষ্টক নামক স্থানে রুশেরা আবার টর্পিডো দ্বারা তুর্কদিগের আর এক খানি যুদ্ধের জাহাজ নষ্ট করা[illegible] যত্ন করে, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পা[illegible] নাই।

—তুর্কি গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করিতেছেন যে, রুশেরা ককেসসের বিদ্রোহীদের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিতেছে।

—সিংহলদ্বীপের কান্দিনগরবাসী মুসলমানেরা তুর্কির সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। এখানে ইহার মধ্যেই ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, আরো হাজার দশেক টাকা বোধ হয় এখানে সংগৃহীত হইবে।

—কলিকাতার গড় সম্বন্ধে সিবিল মিলিটরি গেজেট এইরূপ লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইংরাজদিগের অন্যান্য দুর্গের ন্যায় এ দুর্গটীও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। শত্রু আক্রমণ করিলে ইহা দ্বারা কিছু মাত্র রক্ষা পাওয়ার সম্ভব নাই এবং এই নিমিত্ত তিনি ইহা সংস্কার করিবার নিমিত্ত আর অর্থ ব্যয় না করিয়া ইহা পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন এ দুর্গটী বাণিজ্য ব্যবসায়ীদের উৎকৃষ্ট বাণিজ্যালয় ও গুদাম হইবে। ফরাশিরা ইংরাজদিগকে দোকানদার বলিয়া রহস্য করেন, সুতরাং ইংরাজদের নির্ম্মিত দুর্গে যে উত্তম বাণিজ্যালয় এবং গুদাম হইবে তাহার বিচিত্র কি।

—এপিস্কোপেল জুবিলি নামক [illegible] ধর্ম্ম উৎসব উপলক্ষে পোপ মণি মু[illegible]

…প্রাপ্ত হন তাহার মুল্য ৪ কোটি ফ্রাঙ্ক হইবে। …য়ক চোর এই অর্থ রাত্রি যোগে পোপের ধনাগার …তে অপহরণ করার উদ্যোগ করে কিন্তু দস্যুদিগের মধ্যে এক জন বোধ হয় ধর্ম্ম ভয়ে ইহা প্রকাশ করিয়া দেয় এবং এই নিমিত্ত তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হয়না। এক ফ্রাঙ্কের মুল্য ছয় আনা।

—লাহোরে সম্প্রতি একজন বাঙ্গালি এক জন হিন্দু স্থানীর কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। বাঙ্গালি জাতিতে শূদ্র এবং হিন্দু স্থানী ক্ষত্রীয়। ১৮৭২ খৃঃ অব্দের ৩ আইন অনুসারে এই বিবাহ হইয়াছে।

—লণ্ডনে ক্রমে মশার উপদ্রব বৃদ্ধি হইতেছে। ভারতবর্ষের সংস্রবে আসিয়া ইংলণ্ডবাসীরা কেবল বিলাসপ্রিয়, নিস্তেজ ও নির্বীর্য্য হইতেছেননা, ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিবর্ত্তন হইতেছে। ইংলণ্ডে এখন সময় সময় এরূপ গ্রীষ্ম হয় যে পাখা ব্যবহার করিতে হয়, আবার মশার উপদ্রব ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে।

—ইংলণ্ডে যে দিন প্রথম মুদ্রাঙ্কন প্রবর্ত্তিত হয় সে দিন প্রতি বৎসর এ সম্বন্ধে এক একটী উৎসব হইয়া থাকে। সম্প্রতি ইহার চারি শত বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে।

—জয়পুরের মহারাজা কলিকাতার ন্যায় জয়পুরে জলের কল স্থাপন করার যত্ন করিতেছেন এবং এই নিমিত্ত ৪০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তিনি আপনার দেশের মধ্যে দেশীয় নাটকাভিনয় প্রচলিত করার অভিপ্রায়ে জয়পুরে একটী নাটকের দল স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, আবার পাছে ইউরোপের যুদ্ধের হিল্লোলে ভারতবর্ষ কম্পিত হয় এই নিমিত্ত সৈন্যদিগকে যত্ন পূর্ব্বক যুদ্ধ শিক্ষা দিতেছেন।

—বরদার গাইকোয়াড়কে পদচ্যুত করিয়া ইংরাজদিগের কি উপকার হয় ইহার উত্তর বরদার মন্ত্রী সার মাধব রাও অনেক স্থলে অনেক রূপে প্রদান করিয়াছেন। সম্প্রতি আবার ইংরাজেরা বরদায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদের কোন কষ্ট না হয় এই নিমিত্ত রাজ কোষ হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদের বাসের নিমিত্ত একটী অপূর্ব্ব গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন।

প্রেরিত।

রাণাঘাট ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট।

বিগত ২২শে আষাঢ়ের অমৃত বাজার পত্রিকায় "কাঁচড়াপাড়া" মহাশয় রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের যে কিঞ্চিৎ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রকৃত গুণের শতাংশের একাংশও প্রকাশিত হয় নাই। হাকিম বাহাদুরের শুদ্ধ মেজাজ দোষে আমরা কষ্ট পাই এমত নহে, তাঁহার কার্য্য প্রণালীতে সর্ব্ব সাধারণে জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে।

১। ডিপুটী বাবুর এজলাসে বসিবার এবং এজলাস পরিত্যাগ করার সময়ের স্থিরতা নাই। কখন২ দুই প্রহর, কখন বা বৈকালে, কখন সন্ধ্যার সময়ে এবং কখন বা প্রাতঃকালে বিচার কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন। সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজের সুবিধা মত, কিম্বা আপন ইচ্ছামত সময়ে কাছারি করাতে, লোকের কি প্রকার কষ্ট ও ক্ষতি হয় হাকিম তাহার কিছু মাত্র বিবেচনা করেন না। হাকিম যে সময়েই কাছারি আইসেন না কেন, আমলা মোক্তার, এবং আছেলা মামলা, সকলেই বেলা দশটার মধ্যে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া দুই প্রহরের পুর্ব্বে কাছারিতে হাজির হইতে হয়। কিন্তু রাত্রি দশটার পূর্ব্বে হাকিমের এজলাস প্রায় বরখাস্ত হয় না। এবং মধ্যে২ এত অধিক রাত্রি হয়, যে কাছারি হইতে লোক জন ফিরিয়া আসিবার সময়ে, পাহারাওয়ালারা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হয়। …তে দশটার সময়ে কিঞ্চিত আহার করিয়া কখন হাকিম আসিবেন প্রতীক্ষা করিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত থাক, লোকের পক্ষে কি প্রকার সুখজনক ব্যাপার তাহা বলা বাহুল্য। এজলাসে বসিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হাকিম কি২ কার্য্য করেন তাহা জানিতে অনেকের কৌতুহল হইতে পারে। অধিকাংশ সময় মকর্দ্দমার বিচার এবং রেজিষ্টারি কার্য্যে অতিবাহিত হয়। বাদী প্রতিবাদী সাক্ষী এবং উকীল মোক্তারগণের তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেও অনেক সময় নষ্ট হয়, এবং হাকিম স্বয়ং নিজগুণ কীর্ত্তন করিয়াও কিয়দংশ সময় ব্যয় করেন। এইরূপে সময় নষ্ট হইয়া রাত্রি অধিক হওয়াতে লোকের সমূহ কষ্ট, অথচ আসল কার্য্য হয় না, মকর্দ্দমা মুলতুবি পড়ে।

২। হাকিম আছেলা মামলা এবং মোক্তারগণের প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করার বিষয় "কাঁচড়াপাড়া" মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রকৃত। যদি কোন মোকর্দ্দামার আশামীর প্রতি হাকিমের রাগ হয়, তাহা হইলে মকর্দ্দমার শেষ নিষ্পত্তির পুর্ব্বেই তর্জ্জন গর্জ্জন সহিত হাকিম এজলাসে বসিয়া আশামীকে বলিয়া থাকেন যে তাহাকে দণ্ড করিবেন। সচরাচর লোকে বলে যে "হাকিম ফেরেতো হুকুম ফেরে না" কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমাদিগের এই হাকিমের হুকুম প্রায়ই ফেরে।

৩। আমাদিগের হাকিম বাহাদুর অত্যন্ত এক গুঁয়ে। বলিতে কি "শুয়োরের গোঁ" অপেক্ষা হাকিমের গোঁ অধিক; গোঁ ধরিলে ন্যায় অন্যায় জ্ঞান থাকে না। বিচারপতি সম্বন্ধে এ প্রকার গোঁ অতীব শোচনীয়।

৪। ডিপুটী বাবু মুফ্‌তী দরখাস্তের প্রতি নির্ভর করিয়া সময়ে২ অবৈধ গর্হিত হুকুম দিয়া থাকেন। একবার বাবুর নিকট এরূপ একখানা মুফ্‌তী দরখাস্ত পড়ে যে (একজন গৃহস্তের নামোল্লেখ) অমুকের বাটীতে একটী বিধবা স্ত্রী লোকের গর্ভ হইয়াছে, ইহাতে পুলিষের প্রতি ডিপুটী বাবু এই হুকুম দেন যে পুলিশ নেটিব ডাক্তার দ্বারা স্ত্রী লোকটিকে পরীক্ষা করাইয়া গর্ভ হওয়া প্রকৃত কিনা এবিষয়ে অবধারণ করেন এবং যদি প্রকৃত হয় তবে সর্ব্বদা সতর্ক থাকে, কেহ গর্ভ নষ্ট না করে। পুলিশ হাকিমের হুকুম তামিল করিয়াছে। প্রথমতঃ মুফ্‌তী চিটি অবলম্বন করিয়া এরূপ হুকুম দেওয়া অতি অন্যায়। এ প্রথানুযায়ী কার্য্য চলিলে দুষ্ট লোকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করা হইবে এবং তাহারা অনায়াসে মিথ্যা অপবাদ দিয়া ভদ্র পরিবারকে কলঙ্কিত করিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ দণ্ডবিধির আইন অনুসারে গর্ভ হওয়া অপরাধ নহে, গর্ভ নষ্ট করাই অপরাধ। ডাক্তারের দ্বারা গৃহস্তের স্ত্রী লোকের পরীক্ষা করা দূরে থাকুক, বেশ্যা পরীক্ষা করিলেও সে তাহা অতি অপমানসূচক ও কলঙ্কের কারণ জ্ঞান করে। এমত অবস্থায় কোন আইন বা যুক্তি অনুসারে হাকিম হুকুম দিলেন তাহা বোধগম্য নহে। এ হুকুম সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবৈধ এবং তাঁহার ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য। যদি স্ত্রীলোকটী পরীক্ষার্থে নেটিব ডাক্তারের সম্মুখে উপস্থিত না হইত তাহা হইলে দণ্ডবিধি আইন অনুসারে তাহার কি অপরাধ হইত?

রাণাঘাট।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মন—লাইব্রেরীর দ্বারা কত উপকার হয় ইহা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, হাবড়ার অন্তর্গত নারানা গ্রামে একটি লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে, এবং উহার উন্নতির নিমিত্ত গ্রন্থকার, সম্বাদ পত্র সম্পাদক, মহারাণী স্বর্ণময়ী, মহারাণী শরৎ সুন্দরী; মহারাণী শ্যামমোহিনী, এবং বর্দ্ধমানাধিপতি প্রভৃতি প্রধান২ লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

জনেক ভদ্রলোক—গাংমারার ডেঃ পোষ্টমাষ্টারের একটি অনুচিত কার্য্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন। যদি তিনি প্রকৃত এরূপ কার্য্য… থাকেন তাহা হইলে পত্র প্রেরক পোষ্টমাষ্টার জে… রালকে লিখিলে তাহার উদ্দেশ্য সাধন হইতে পা…

নবাবগঞ্জ প্রত্যক্ষদর্শী—ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট… তে পুলিশের নামে নালিশ হয় তাহা করিবে… মকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে আমাদিগকে লিখিবেন।

শ্রীমহিরাম কোল—আপনার প্রেরিত বিষয়… কায় প্রকাশিত হইলে কোন ফলই হইবেনা, সাধারণ লোকের চরিত্রগত দোষ সংবাদ পত্রে প্র… করাও রীতি বিরুদ্ধ।

শ্রীহরিশ চন্দ্র মিত্র—আপনি যে বিষয় লিখিয়া… তাহা অতিশয় গুরুতর। আমরা উক্ত বিষয় অনু… করিতেছি। সত্য হইলে অবশ্য প্রকাশ করিব।

শ্রীচন্দ্রকান্ত রায়—আপনি যে সম্বন্ধে লিখিয়া… তাহাতে আর বড় একটা আশা নাই, কারণ পোষ্ট মাষ্টারদের বেতন বৃদ্ধি হওয়া দূরে থা… বরং কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহাদের বেতন কমাইবার চে… করিতেছেন।

বিজ্ঞাপন।

জুলজিকেল গার্ডেন।
আলিপুর
শ্রীরাজকীয় প্রাণীবাটিকা উদ্যান
প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার........................./০
মঙ্গলবার.........................।০
বুধবার.........কেবল মেম্বর এবং দাতব্যকারী ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবেন
বৃহস্পতিবার.....................।০
শুক্র বার.........................।০
শনি বার........................./০
রবি বার..........................।০

সিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ করিবার টিকেট।

কেবল টীকেট গ্রহীতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটিয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা।

কেবল টীকেট গ্রহীতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটিয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা। ঘোড়া প্রতি ।০ আনা এবং পালকি প্রতি ।০ আনা অতিরিক্ত ফিঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফি… অর্থাৎ ফিঃ ব্যতীত এবং অপর সাধারণ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোট অর্থাৎ বিলাস তরণীর ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় এক টাকা মং ১্।

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ সপরিবারে গাড়ি নিয়া ফ্রি অর্থাৎ ফিঃ ব্যতীত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

DR. H. C. GANGOOLY'S
SPECIFIC PILLS.
(Infalliable cures.)

Gonœrhea and Gleet, chancre and other sores on the private parts and Lecorrhea (The whites.) Each sort to be had in Boxes containing one dozen pills, price per box Rs. 2-8, with postage Rs 2, Ans. 12.

Generally no second box will be required. Directions for use accompany each box. To be had only at No. 7 Bagbazar Street Calcutt…

বিজ্ঞাপন।

" চিতোর চাতকিনী ।"

অদ্ভুত ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা প্রতি শুক্র- এক এক ফরমা করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ...রমা প্রকাশ হইয়াছে। মুল্য ফরমা প্রতি ১০ ...য়সা মাত্র। মফস্বলের গ্রাহকগণকে অতিরিক্ত ...আনা হিসাবে ডাক মাশুল দিতে হইবে।

৩১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টা- ...র্য্যের নিকট প্রাপ্তব্য।

...মৃত রেলিং (Rehling) সাহেবের ইষ্টেট ভুক্ত রঙ্গ ...র সদর ষ্টেসন স্থিত একটি ইষ্টক নির্ম্মিত বাসো- ...যুক্ত বাটি, যাহা বানকের কুটী নামে বিখ্যাত, ...ং ঐ বাডীর সামীল আশি বিঘা নিষ্কর ভূমিন ...আগামী ১৩ই আগষ্ট দিবা ১ টার সময় রঙ্গপুর জজ ...আদালতে উক্ত কোর্টের নাজিরের দ্বারা নীলাম ...বিক্রীত হইবেক। ১০,০০০ দশ হাজার টাকার ...ন্যূনমুল্যে বিক্রয় করা যাইবেক না।

H. Beverielp

১৩ই জুলাই ১৮৭৭।   এং জজ, রঙ্গপুর।

কেতাবের দোকান। কেতাবের দোকান। কেতাবের দোকান !

৫৬ নং পুরাতন চিনা বাজারের মোড়ে বি, এম, মুখোপাধ্যায়ের দোকানে পত্র লিখিলে অনেক রকম স্কুলের কেতাব ও নাটক পাই- বেন।

মার্শমেন সাহেবের বা কেরি সাহেবের কৃত ডিক্‌সনারি।

১ম ভলম। বাঙ্গলা হইতে ইংরাজি তরজামা করিবার নিমিত্ত মুল্য ৩ টাকা বাদ কমিসন ॥০ ডাকমাশুল ।৵০ আনা। ২য় ভলম। ইংরাজি হইতে বাঙ্গলা (বড় কেতাব) মানে দেখিবার জন্য মুল্য ৩ টাকা বাদ কমি- সন ॥৵০ ডাকমাশুল ।৵০। একত্রে দুই ভলম লইলে ডাক মাশুল ১৵০ আনা লাগি- বেক।

সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক ॥

মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল এক আনা।

প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য।

"সুরেন্দ্র বিনোদিনীর রচয়িতা আমাদিগের সকলেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন।"—বান্ধব (ঢাকা)

DR. H. C. GANGOOLY'S

SPECIFIC PILLS.

(Infalliable cures.)

Gonœrhea and Gleet, chancre and other sores on the private parts and Lecorrhea (The whites.)

Each sort to be had in Boxes containing one dozen pills, price per box Rs. 2-8, with postage Rs 2, Ans, 12.

Generally no second box will be required. Direotions for use accompany each box. To be had only at No. 7 Bagbazar Street Calcutta.

: সিন্‌কোণা জ্বরঘ্ন

ইহা গভর্ণমেণ্টর দ্বারা দার্জ্জিলিঙ্গে প্রস্তুত হইতেছে।

কুইনাইনের ন্যায় ইহা সামান্য এবং কম্প- জ্বরের চিকিৎসার সমান উপকারী ঔষধ টিনে আঁটা এক পৌণ্ডের মূল্য ২০ টাকা ডাক খরচা ১ টাকা অতিরিক্ত লাগিবে। কলিকাতার সন্নিকটে হাবড়াস্থ বোটানিকেল গার্ডনের সুপারিণ্টে- ণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট মূল্য সহ আবেদন পত্র ...করিলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।—ডাঃ অঃ

" ডাক্তার জি হায়াসা এম ডী "

বিখ্যাত ডাক্তার ভন গ্রায়াইফের ছাত্র, সকল প্রকার চক্ষু রোগের চিকিৎসক। ৩ নং চৌরিঙ্গি লেনের বাটিতে প্রাতে ৯॥টা নাগাত ১০॥টা ও বৈকালে ৩টা নাগাত ৫টা পর্য্যন্ত চিকিৎসার সময়। যাঁহারা অসমর্থ তাহাদিগকে এস্‌প্লানেড রো ১২নম্বর বাটীতে প্রাতঃকালে সাড়ে সাতটা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত দেখিবার সময়।

বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়মস্থিত হাইকোর্ট অব জুডিকেচর নামক প্রধানতম বিচারা- লয়ের অর্ডিনারি অরিজিনাল সিবিল জুরিসডিকসন অর্থাৎ সাধারণ আদিম দেওয়ানী বিভাগের রেজিষ্ট্রার সাহেব কর্ত্তৃক আদালত গৃহস্থিত তাঁহার সেলরুমে অর্থাৎ নীলাম করিবার ঘরে হাইকোর্টের ডিক্রী অনুসারে যে ডিক্রী ১৮৭৪ এক হাজার আট শত চুহাত্তর সালের ৫৭২ নম্বরীয় মোকর্দ্দমায় ১৮৭৫ এক হাজার আট শত পঁচাত্র সালের ১৩ তেরুই জুলাই তারিখে প্রদত্ত হয় এবং যে মোকর্দ্দমায় চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপা- ধ্যায় বাদী এবং হরচন্দ্র কুণ্ডু প্রভৃতি প্রতিবাদীগণ উক্ত ডিক্রী অনুসারে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল ১৮৭৭ সালের জুলাই মাসের আটাশ দিবসে শনিবারে প্রাহ্ণ দ্বাদশ ১২ ঘটিকার সময় বিক্রয় হইবে, যথাঃ—

১নং লাট।———মহানগর কলিকাতার অন্তর্গত হরি মোহন বসুর লেন নামক গলির ৮ নম্বর ভবনস্থ (পুর্ব্বে যাহার নম্বর ১৬ ছিল) যে সমস্ত জমি আছে এবং যাহাতে প্রজারা বাস করে। ষ্টিমেট করিয়া দেখা গিয়াছে উক্ত জমির পরিমাণ ফল এক কাঠা, তিন ছটাক; তবে ইহা অপেক্ষা কিছু কম হইলেও পারে, বেশী হইলেও পারে। উক্ত জমীর চতুপার্শ্বস্থ সীমানা নিম্নলিখিত অনুসারে আছে, অর্থাৎ পশ্চিমের দিকে উক্ত লেন, উত্তর এবং পূর্ব্ব দিকে সরকারী ড্রেণ, এবং দক্ষিণের দিকে রামচন্দ্র আচার্য্য ও অম্বিকা- নন্দ আচার্য্যের জমি।

২নং লাট।———মহানগর কলিকাতার অন্তর্গত উপরোক্ত হরি মোহন বসুর লেন নামক গলির ৪নং ভবনস্থ (পূর্ব্বে যাহা ১২ নং ছিল) যে সকল জমি খণ্ড এবং তাহার উপর যে সকল গৃহ আছে। উক্ত জমি খণ্ডের পরিমাণ ফল প্রায় এক কাঠা, সাড়ে দশছটাক হইবে। উহার চতুর্দ্দিকের সীমানা নিম্ন লিখিত অনু- সারে আছে, অর্থাৎ উত্তরের দিকে উক্ত গলি, পশ্চি- মের দিকে শীবচন্দ্র আচার্য্যের বাড়ী, দক্ষিণের দিকে মহেশচন্দ্র সিংহের পুষ্করিণী এবং পূর্ব্ব দিকে একটি গলি যাহা রামচন্দ্র আচার্য্যের বাড়ী মুখো গিয়াছে

৩নং লাট।———মহানগর কলিকাতার অন্তর্গত উপরোক্ত হরি মোহন বসুর লেন নামক গলির ৪নং ভবনস্থ (পূর্ব্বে যাহার নং ১২ ছিল) যে সকল জমী খণ্ড এবং তাহার উপর যে সকল বাড়ী আছে। উক্ত জমী খণ্ডের পরিমাণ ফল প্রায় আড়াই কাঠা হইবে। উহার চতুর্দ্দিকের সীমানা নিম্নলিখিত অনুসারে আছে। অর্থাৎ উত্তরের দিকে উক্ত গলি, পশ্চিমের দিকে রাধা মাধব দত্তের বাড়ী দক্ষীণের দিকে মহেশচন্দ্র সিংহের পুষ্করিণী, এবং পুর্ব্ব দিকে শেষোক্ত ভূমি খণ্ড।

৪নং লাট।———মহানগর কলিকাতার অন্তর্গত উপরোক্ত হরি মোহন বসুর লেন নামক গলির ১০ নং ভবনস্থ (পূর্ব্বে যাহার নং ১৭ ছিল) যে সকল জমী আছে এবং তাহার উপরিস্থ যে সকল বাটী আছে তাহার অখণ্ড দুয়ের তিন অংশ কিম্বা হিস্যা। উক্ত জমীর পরিমাণ ফল প্রায় ৫ কাঠা ১৪ ছটাক। উহার চতু- ষ্পার্শ্বস্থ সীমানা নিম্নলিখিত অনুসারে আছে। অর্থাৎ দক্ষিণের দিকে সরকারী ড্রেন পূর্ব্ব দিকে রাজ কৃষ্ণ মিত্রের বাড়ী যাহাতে প্রজায় বসবাস করে উত্তরের দিকে দেবী কৃষ্ণ বাহাদুরের জমী যাহাতে প্রজায় বস- বাস করে, এবং পশ্চিমের দিকে ধর্ম্মদাস দাঁর ফুলের বাগান।

৫নং লাট।———জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাশীপুর সব রেজিষ্ট্রেসন ডিষ্টিক্টের এলেকাধীন পর- গণা কলিকাতার অন্তপাতি মৌজিয়া সালিকা নওয়া পাড়াস্থিত যে বাগান জমী আছে তাহার অখণ্ড দুইয়ের তিন অংশ কিম্বা হিস্যা। উক্ত বাগানের জমির পরিমাণ ফল প্রায় ৪ বিঘা ১১ কাঠা হইবে এবং উহার চতুপার্শ্বস্থ সীমানা নিম্ন লিখিত অনুসারে আছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে মতিলাল মিত্রের বাগান, পশ্চিম দিকে গোবিন্দ চন্দ্র চন্দ্র ও অন্যান্য ব্যক্তির বাগান। দক্ষিণের দিকে সেখ দানেশ কানাকীরের বাগান, এবং উত্তরের দিকে মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাগান সমেত তদমধ্যস্থিত পুষ্করিণী যাহার নিমিত্ত বাৎসরিক দশ টাকা দুই আনা খাজনা জমিদারকে দিতে হয়।

বিক্রয়ের নিয়ম সকল এবং দলীলের চুম্বক ...কোর্ট নামক প্রধানতম আদালতের অরিজি... জুরিসডিকসন অর্থাৎ আদিম বিভাগের রেজিষ্টা... আফিসে কিম্বা বাদীর উকিল ডবলিউ, এফ, গিলা... ডারস্ সাহেবের আফিসে বিক্রয়ের যে কোন দিনে দেখা যাইতে পারে এবং বিক্রয়ের দিনেও উহা উপস্থিত করা যাইবে। উক্ত উকিলের আফিস স্পানেড রো নামক ষ্টিটের ৩। ২ নং ভবনে।

কলিকাতা, হাইকোর্ট অরিজিন্যাল জুরিসডিকসন রেজিষ্ট্রারের আফিস ১৮৭৭ ২৬শে জুলাই

আর বেল চেম্বারস
R. Belchambers
Registrar

এমন কর্ম্ম আর করিব না।

(প্রহসন)

'পুরুবিক্রম" "সরোজিনী" ও " কিঞ্চিৎ জলযোগ" লেখক কর্ত্তৃক প্রণীত।

পটলডাঙ্গা ক্যানিংলাইব্রেরি, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য দশ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। —শ্রাবণ শেষ।

নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলি ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ষ্টানহোপ প্রেস ও ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাই- ব্রেরীতে বিক্রয় হয়।

১ Three years in Europe. 2nd. Ed. মূল্য ১ মাশুল ৵০
২ ইউরোপে তিন বৎসর ॥০ /০
৩ বঙ্গ-বিজেতা, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ১।০ /০
৪ মাধবী কঙ্কণ, " " (প্রকাশ হইয়াছে) ১ ৵০
৫ The Indian Pilgrim. (Poem) R. C. Dutta. ॥০ /০
৬ The Peasantry of Bengal. ২ ৶০
৭ The Literature of Bengal ১ ৵০

অক্টবর শেষ।

উদাসীন প্রাপ্ত অব্যর্থ ঔষধ।

ধবল, ভগন্দর বা অন্যান্য দূষিত নালি ঘা, কার- বংকেল অর্থাৎ পৃষ্ঠব্রণ ইত্যাদি, পালাজ্বর ও প্লীহা- জ্বরের মহৌষধ শ্যামবাজার বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট ৭নং ভবনে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এই ঔষধ গাছ গাছড়া হইতে প্রস্তুত, ইহাতে পারদাদির কোন সংস্রব নাই।

সুলভ সুলভ। অতিসুলভ !!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম বিরিচ্ লোডা... মজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তুল, ৫ নাগা... ২০ নলি রিভলবার, বারুদ, ক্যাপ, টোটা ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম অতি সুলভ মুল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন আর বন্দু- কাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মুল্যে ও সুচারু রূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ বিশ্বাস কোং
নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ
কলিকাতা।

শ্রীরাম লাল দত্ত

ঘড়ি, সোনার চেইন, ইয়ারিং, বাজাবাকশ, হিরা পান্না ও চুনির অঙ্গরী প্রভৃতি বিক্রেতা।

নং ১৪৩। ১৪৪ রাধাবাজার।

এখানে সর্ব্ব প্রকার ক্লক, ওয়াচ ঘড়ি, টাইমপি... জেম শমেকেবের সোণার রূপার এবং জেমশমে... এবং অন্য ২ মেকারের ওয়াচ ক্লক চেইন এবং বাজ... বাকশ ইংরাজি গহনা ইত্যাদি হোলশেল এবং রিটে... অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় এবং মেরামত হয়।

এখানে ওয়াচ ঘড়ি এবং ক্লক ১০ টাকার মূল্যে অবধি ৫০০ টাকার পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতি... শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।